অগ্নিগর্ভ ঢাকা

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঢাকা বিমানবন্দরে। শনিবার, বিকেলে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজের ৮ নম্বর গেটের কাছে আগুন নেভাতে দমকলের অন্তত ৩০টি ইঞ্জিন পৌঁছয়

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বৃষ্টিহীন দীপাবলি

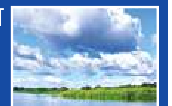

বৃষ্টিহীনই থাকবে কালীপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটা। সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ-ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

মধ্যপ্রদেশে ভুয়ো ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা, মৃত্যু ২ শিশুর

দুর্যোগে ভেসে যাওয়া ১০টি গন্ডারকে ফেরানো হল জঙ্গলে

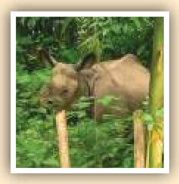

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৩ • ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ • ১ কার্তিক ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 143 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 19 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

পাহাড়ে হঠাৎ মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ■ ভোটের আগে শুরু বিজেপির চক্রান্ত

কেন্দ্রের তুঘলকি ফরমান, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

প্রতিবেদন : দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করছে কেন্দ্র। রাজ্যকে এড়িয়ে বারবার হস্তক্ষেপ করছে তাদের এক্তিয়ারে। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ রাজ্যকে এড়িয়ে গোর্খাল্যান্ড আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খাল্যান্ড সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করেছে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার ও প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজকুমার সিংকে। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে ওই নিয়োগপত্র পাঠানো হয়। তার

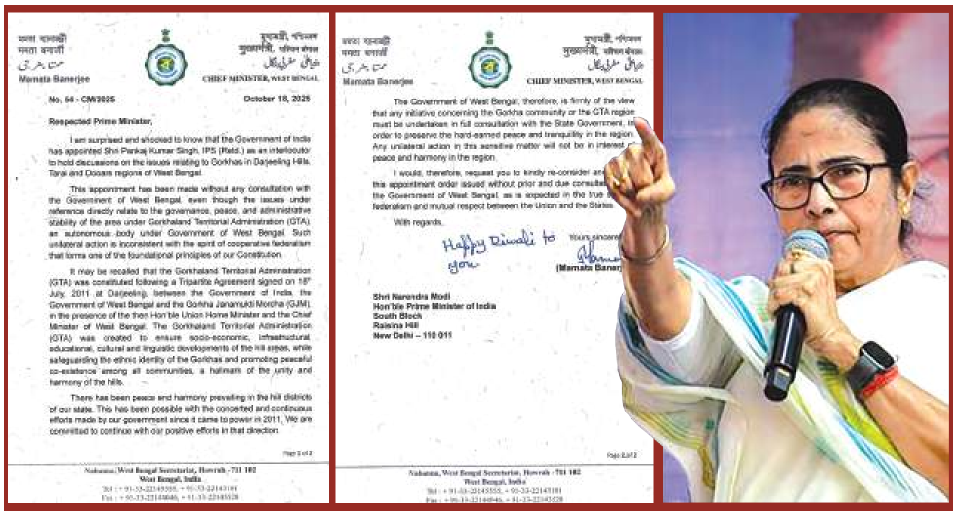

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

No. 64 - CM/2025 October 18, 2025

Respected Prime Minister,

I am surprised and shocked to know that the Government of India has appointed Shri Pankaj Kumar Singh, IPS (Retd.) as an interlocutor to hold discussions on the issues relating to Gorkhas in Darjeeling Hills, Terai and Dooars regions of West Bengal.

This appointment has been made without any consultation with the Government of West Bengal, even though the issues under reference directly relate to the governance, peace, and administrative stability of the area under Gorkhaland Territorial Administration (GTA), an autonomous body under Government of West Bengal. Such unilateral action is inconsistent with the spirit of cooperative federalism that forms one of the foundational principles of our Constitution.

It may be recalled that the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) was constituted following a Tripartite Agreement signed on 18th July, 2011 at Darjeeling, between the Government of India, the Government of West Bengal and the Gorkha Janamukti Morcha (GJM), in the presence of the then Hon'ble Union Home Minister and the Chief Minister of West Bengal. The Gorkhaland Territorial Administration (GTA) was created to ensure socio-economic, infrastructural, educational, cultural and linguistic developments of the hill areas, while safeguarding the ethnic identity of the Gorkhas and promoting peaceful co-existence among all communities, a hallmark of the unity and harmony of the hills.

There has been peace and harmony prevailing in the hill districts of our state. This has been possible with the concerted and continuous efforts made by our government since it came to power in 2011. We are committed to continue with our positive efforts in that direction.

Page 1 of 2

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India

The Government of West Bengal, therefore, is firmly of the view that any initiative concerning the Gorkha community or the GTA region must be undertaken in full consultation with the State Government, in order to preserve the hard-earned peace and tranquility in the region. Any unilateral action in this sensitive matter will not be in interest of peace and harmony in the region.

I would, therefore, request you to kindly re-consider and [illegible] this appointment order issued without prior and due consulta[illegible] the Government of West Bengal, as is expected in the true [illegible] federalism and mutual respect between the Union and the States.

With regards,

Happy Diwali to you

Yours sincere[illegible]

(Mamata Banerjee)

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister of India
South Block
Raisina Hill
New Delhi – 110 011

Page 2 of 2

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India

পরদিন, শনিবারই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গোর্খাল্যান্ড প্রশ্নটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ-বিষয়ে কোনও একতরফা পদক্ষেপ নিলে পাহাড়ের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে গোর্খা সম্প্রদায় বা জিটিএ অঞ্চল (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-সংক্রান্ত যেকোনও উদ্যোগ রাজ্য সরকারের পূর্ণ পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই গ্রহণ করা উচিত। এতে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

তিনি আরও সতর্ক করে দেন, এই সংবেদনশীল বিষয়ে একতরফা কোনও পদক্ষেপ অঞ্চলটির শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে মোটেই অনুকূল হবে না। তাই আমি অনুরোধ করছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পূর্বপরামর্শ ছাড়া যে নিয়োগপত্রটি জারি করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করে প্রত্যাহার করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে ২০১১ সালের ১৮ জুলাই দার্জিলিংয়ে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কথাও স্মরণ করান—যার (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মাটি

আমি ভালোবাসি মাটির পৃথিবী
মাটি কি কখনও হয় আজগুবি?
মাটির মধ্যেই মাকে খুঁজি
মাটি সত্য এটাই বুঝি।

মাটির বিকল্প মাটির মাঝারে
মাটি বেঁচে থাকে যুগ-যুগান্তরে
চোখের তারায় মাটি নাচেরে
পবিত্র মাটি সর্বত্রই সাজেরে।।

ভরা অঞ্জলি সাধনে মাটি
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে মাটি খাঁটি।
পরম আত্মীয় মোদের মাটি
মাটিতেই শিখি হাঁটি হাঁটি।।

উড়িয়ে ধুলো ঊর্ধ্বপানে
ভূমি বীরাঙ্গনা জীবন ভুবনে
শুষ্ক শীতল সন্ধিক্ষণে
মাটি চলেছে মাটির প্রাণে।।

এই মাটিতেই জীবন শুরু
এই মাটিই মোদের গুরু
এই মাটিতেই সবুজ তরু
মাটির পৃথিবী জীবন অরু।।

লড়াই চলছে... চলবে...

দৌড়াও, যতক্ষণ না চিন্তার নিবৃত্তি হয়...। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাক হামলায় ৩ আফগান ক্রিকেটার-সহ নিহত ৮

প্রতিবেদন : পাকিস্তানের এয়ারস্ট্রাইকে নিহত তিন আফগান ক্রিকেটার। ঘটনার প্রতিবাদে আগামী নভেম্বরের ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াল আফগানিস্তান। পাকিস্তানের মাটিতে আয়োজিত ওই সিরিজে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার কথা ছিল আফগানদের। কিন্তু শুক্রবার রাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাক হামলায় তিন ক্রিকেটার-সহ মোট আটজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত তিন ক্রিকেটারের নাম কবির আঘা, শিবঘাতুল্লা ও হারুন। আফগানিস্তানে পাক হামলা নিয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তাঁর দাবি, আমি জানি পাকিস্তান আফগানিস্তানে আক্রমণ

করেছে। একটা সংঘর্ষ চলছে। এর সমাধান আমার পক্ষে খুবই সহজ। আমি যুদ্ধ থামাতে ভালবাসি। কেন জানেন? কারণ, আমি নরহত্যা বন্ধ করতে চাই। (এরপর ১২ পাতায়)

ওড়িশায় রাস্তাতে ধর্ষণ, তরুণী একাই হাসপাতালে

প্রতিবেদন : দুর্গাপুরে ওড়িশার মেডিক্যাল পড়ুয়াকে 'গণধর্ষণ'-এর অভিযোগ তুলে গত কয়েকদিনে অনেক বাজার গরম করেছে কুৎসাকারী বিজেপি। তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়েছে, গণধর্ষণ তো দূরস্থ— তরুণীর উপর কোনওরকম নির্যাতনই হয়নি! যদিও তদন্ত এখনও চলছে। কিন্তু এদিকে যে ওড়িশার মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে সেখানকার অপদার্থ

বিজেপি সরকার লোকদেখানো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সেই ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরেরই রাতের অন্ধকারে ঝাড়খণ্ডের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। শুক্রবার রাতে দীর্ঘক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকার পর নিজেই হেঁটে কাছের হাসপাতালে পৌঁছয় নির্যাতিতা কিশোরী। চিকিৎসকেরা তার শরীরের একাধিক ক্ষত পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন, ধর্ষণের পাশাপাশি তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। মেডিক্যাল (এরপর ১০ পাতায়)

২২ বছর পর শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

প্রতিবেদন : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতল মোহনবাগান। নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। ফলে ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শ্যুটআউটে। আর সেখানে মোহনবাগান ৫টি শটে গোল করলেও, ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তার নেওয়া শট বাঁচিয়ে ম্যাচের নায়ক সবুজ-মেরুনের গোলকিপার বিশাল কাইথ।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৭০ মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে অসমের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করলেও গান্ধীবুড়ি রূপে পরিচিত মাতঙ্গিনীর জন্ম হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের হোগলায়। বাবার নাম ঠাকুরদাস মাইতি। স্বামীর নাম ত্রিলোচন হাজরা। ১৮ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। ১৯৩২ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শুরু করেন। আশপাশের গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন মেদিনীপুরের তমলুক থানার সামনে।

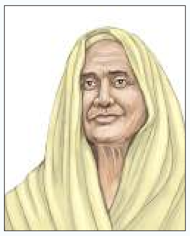

১৯২৪ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮) এদিন অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা সেখানকার পাঠশালায়। পরে ১৯৩০-এ কলকাতায় চলে আসা। শহরের মিত্র ইনস্টিটিউশন, বঙ্গবাসী এবং সেন্ট পলস কলেজে পড়াশোনা। ১৯৫১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজে যোগ দেন। একটা দীর্ঘ সময় তিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কবির পাশাপাশি নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গদ্যকার, গোয়েন্দা-গল্পকার, শিশুসাহিত্যিক, ভ্রমণ-কাহিনির লেখক, সম্পাদক এবং বানান-বিশেষজ্ঞ। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৯০-এ বিশ্ব কবি সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। তাঁর লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তি 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল...' বা 'রাজা তোর কাপড় কোথায়...' বাঙালির কাছে রীতিমতো প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

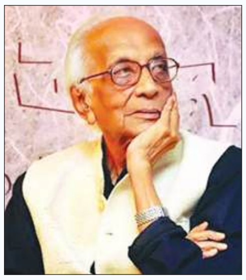

১৯৮৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজার ওয়াল স্ট্রিটে ব্যাপক ধস নামে। শেয়ার সূচকে ৫০৮.৩২ পয়েন্ট পতন ঘটে। ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। শ্রেফ মার্কিন ডলারের দামে ক্রমাগত পতন ও সেদেশের বাণিজ্যখাতে বিপুল ঘাটতির কারণে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল বলেই রাতারাতি এই ধস নেমেছিল।

১৯০৩ রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সুরশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ সঙ্গতিয়া হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। বাবা লালচাঁদও ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী। রাইচাঁদ, তাঁর দুই ভাই ও তাঁদের বাবার চেষ্টায় তাঁদের ১/১ নং প্রেমচাঁদ স্ট্রিটের বাড়ি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। ১৯৩২-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'চণ্ডীদাস' হল প্রথম সবাক ছবি যাতে আবহসঙ্গীত ব্যবহার করা হয় আর সেটি করেছিলেন রাইচাঁদ। প্রায় ১৫০টি ছবিতে সুরকার ছিলেন। আগে নাচগানের দৃশ্যে শ্যুটিংয়ের সময় গান রেকর্ড করা হত। 'ভাগ্যচক্র' (১৯৩৫) ছবি থেকে সে অসুবিধা দূর করলেন রাইচাঁদ, পাশে পেয়েছিলেন শব্দযন্ত্রী মুকুল বসুকে। শুরু হল নাচগানের দৃশ্য আলাদা করে শুটিং করে তা ছবিতে সংযোজনা করা। ১৯৭৯-তে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হন রাইচাঁদ।

১৯১০ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫) ব্রিটিশ-ভারতে জন্মগ্রহণকারী মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। তিনি এদিন এক তামিল পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ১৯৮৩-তে তারার বিবর্তন এবং জীবনচক্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য তাঁকে উইলিয়াম আলফ্রেড ফাউলারের সঙ্গে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তারার বিবর্তন বিষয়ে তাঁর আবিষ্কৃত বিষয়টির নাম চন্দ্রশেখর সীমা।

১৮১২ বারো সপ্তাহ ব্যাপী নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের সমাপ্তি ঘটে এদিন। শুরু হয় পিছু হটা। মস্কোতে প্রবেশ করে ফরাসি বাহিনী দেখে শহর জ্বলছে, অনেকটাই পুড়ে গিয়েছে। জার আলেক্সজান্ডার আলোচনায় রাজি হননি। উলটে রুশ বাহিনী পুনর্গঠনে মন দেন। ওদিকে শীত আসছে। ফলে পিছু হটা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না নেপোলিয়নের।

কর্মসূচি

■ শনিবার কোন্নগরে কালীপুজোর উদ্বোধনে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। অনুষ্ঠানে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোমা দাস, কানাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

■ তমলুকের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে শনিবার বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্রের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিচ্ছেন পদুমপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান দোলন মাইতি ও পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল ক্যাইলা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩০

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. জানু, হাঁটু ৪. চরিত্র ৬. ভীতি, শঙ্কা ৭. সন্দেহযুক্ত ৮. ভেট, উপহার ১০. সমুদ্র ১২. চোখের পাতা ফেলা ১৩. প্রাণনাশ, বধ ১৪. দড়ির ফিতেওয়ালা হাফপ্যান্ট ১৬. অবস্থা, হাল।

উপর-নিচ : ১. খেয়া পারাপার ২. ইন্দ্র ৩. রান্না, খাবার পাক করা ৪. সংগ্রহ ৫. রেশমি বস্ত্রবিশেষ ৯. কয়েকজন ১০. উৎপাত, ঝামেলা ১১. নগর ১২. ফুলের রেণু ১৫. চাকচিক্য, চেকনাই।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৯ : পাশাপাশি : ১. অনুপদীনা ৪. জলধি ৫. কেটারার ৬. বাড়াবাড়ি ৮. সন্দিগ্ধ ৯. নন্দনন্দন।
উপর-নিচ: ১. অধিকার ২. পল্টন ৩. নাচাড়িটৌড়ি ৫. কেমনযেন ৬. বাইসন ৭. ছাড়ান।

১৮ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭০৭৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১১	৮৭.৫১
ইউরো	১০৪.১৫	১০১.৮৫
পাউন্ড	১২০.০০	১১৭.৩৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রেয়া ঘোষাল

■ রাজ শুভশ্রী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

গৌতম-জায়া নীলাঞ্জনার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতে গৌতম-জায়া অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ভোররাতে প্রয়াত হন নীলাঞ্জনা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে গৌতম ঘোষের সহধর্মিণীর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে শোকপ্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকবিহ্বল। আমার বউদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী আজ সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি। তিনি অনেক সামাজিক কাজ করতেন। আমরা জানতাম, তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজ ছিল খুব সুন্দর। সেসব কথা মনে পড়ছে আজ। গৌতমদাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা আমার জানা নেই। তবু তাঁকে মন শান্ত রেখে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করব। বউদির কথা মনে রেখেই এই কাজ তাঁকে করতে হবে।

■ শনিবার টালিগঞ্জের ৯৭নং ওয়ার্ডে টালিগঞ্জ ছাত্র সংঘের কালীপুজোর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দীমজুমদার, পুজোর সভাপতি সাদিক ইসলাম-সহ ক্লাব সদস্যারা। আলোর উৎসবে দৃষ্টিহীনদের এগিয়ে চলা নিয়েই এবছরের থিম— 'আলো'।

ওমানে প্রতারিত পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাচ্ছে রাজ্য

■ ওমানে আটকে পড়া শ্রমিক।

প্রতিবেদন : বড় কাজের বরাত পেয়ে ওমানে গিয়েছিলেন বাংলার ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন তাঁরা অসাধু নিয়োগ সংস্থার দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এই অবস্থায় অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকেরা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ওমানে। তাঁদের দুর্দশার কথা জানতে পেরেই পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রাজ্যের পক্ষ থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবান্নের তরফে বিদেশমন্ত্রকের কাছে এই মর্মে আবেদন জানানো হয়। তারপরই পরিযায়ী শ্রমিকদের ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের হেফাজতে রাখা হয়েছে। খাওয়ার এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার ওই শ্রমিকদের যাতে দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে আনা যায় তার ব্যবস্থা করছে রাজ্য। ফেসবুক পোস্টে তৃণমূল লিখেছে, কর্মসূত্রে ওমানে যাওয়া মুর্শিদাবাদের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক একটি অসাধু নিয়োগ সংস্থার দ্বারা প্রতারণার শিকার। তারা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

তাঁদের দুর্দশার খবর পেয়ে আমাদের জনদরদি মা-মাটি-মানুষের সরকার তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করে। তাঁদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করেছে। রাজ্য সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে মানুষগুলো এখন ওমানে ভারতীয় দূতাবাসের হেফাজতে আছেন, যেখানে তাঁদের খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

■ ২২ নং ওয়ার্ডে পোস্তা ইয়াং ক্লাবের শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। রয়েছেন পুজো কমিটির সদস্য ও বিশিষ্টরা। শনিবার।

দৌড়াও... জিমের ছবি পোস্ট করে বার্তা অভিষেকের

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক কাজকর্মে চূড়ান্ত ব্যস্ত। তার ফাঁকেই শরীরচর্চা করতে কোনওমতেই ভোলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জিমের পোশাকে মিরর সেলফি পোস্টের পর থেকে সেকথা আর কারও অজানা নয়। শনিবার আবার স্নিকার্স পরা পায়ের ছবি পোস্ট করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সেই ছবি দেখে ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। ইনস্টা স্টোরিতে ছবি দিয়ে তিনি লিখলেন, 'যতক্ষণ না লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে, দৌড়ে চলো।' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই প্রথমবার জিমের পোশাকে দু'টি মিরর সেলফি পোস্ট করেন তিনি। একটি নরমাল, একটি ফিল্টার্ড সেলফি। ছবিতে দেখা যায়, তাঁর পরনে একটি সাদা রঙের ভেস্ট ও শর্টস। হাতে জিমের গ্লাভস। সেই ছবি দেখেও নেটপাড়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কারণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই লুক সকলের কাছেই অচেনা। তার মাসখানেক পর শনিবার স্নিকার্স পরা পায়ের ছবি পোস্ট করলেন তিনি। সূত্রের খবর, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতেই পছন্দ করেন তিনি। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান। প্রসঙ্গত, শুধু তরুণ রাজনীতিবিদ হিসেবেই যে অভিষেক সকলের প্রিয় তা নয়, তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্টও বর্তমান প্রজন্মকে রীতিমতো আকর্ষণ করে। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারা, পোশাকে নজর থাকে সকলেরই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এই রূপে দেখে মুগ্ধ সকলে।

দৃষ্টিহীনদের সম্মানে টালিগঞ্জের কালীপুজো মণ্ডপে ব্রেইল লিপি

প্রতিবেদন : রাত পোহালেই দীপান্বিতা কালীপুজো। গোটা শহর যখন ঝলমলে আলোর উৎসবে মাতবে, দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোর মণ্ডপ তখন মনে করাবে— সত্যিকারের আলো সবসময় দেখা যায় না, অনেক সময় তা শুধু অনুভব করা যায়! কারণ, টালিগঞ্জ ছাত্র সংঘের এবছরের ভাবনা 'আলো'— যা একাধারে আলোর জৌলুস উদযাপনের পাশাপাশি যাঁরা অন্ধকারে থেকেও নিজস্ব অনুভূতির আলোয় পৃথিবীকে চিনে নেন, তাঁদের সম্মান জানাচ্ছে। ৬৩ তম বর্ষে এই পুজো কমিটি দৃষ্টিহীনদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছে। শনিবার এই পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করেছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার, পুজো কমিটির সভাপতি সাদিক ইসলাম-সহ ক্লাবের সদস্যরা। শিল্পী বিভাস মুখোপাধ্যায়ের ভাবনায় গড়ে উঠেছে এই অনন্য মণ্ডপ। প্যান্ডেল জুড়ে ছবি ও অলংকরণে ব্রেইল লিপি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে দৃষ্টিহীন দর্শনার্থীরাও স্পর্শের মাধ্যমে শিল্পকর্ম অনুভব ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। শিল্পীর কথায়, অন্ধ মানুষরা আমাদের থেকে আলাদা নন। তাঁরা পৃথিবীকে ভিন্নভাবে অনুভব করেন। কিন্তু সেই ভিন্নতা কোনও ত্রুটি নয়, বরং এক নতুন উপলব্ধি।

ঝলমলে আকাশ বৃষ্টিহীন দীপাবলি

প্রতিবেদন : বৃষ্টিহীন কাটবে কালীপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটা। শনি ও রবিবার মেঘলা আকাশ থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন চার জেলায়। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য তিন জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরে জলপাইগুড়ির কিছু অংশেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। থাকবে ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ।

ইন্দোরে পুলিশের জালে চতুর্থ দুষ্কৃতীও 'সাকসেস অপারেশন' প্রশংসায় সিপি

প্রতিবেদন : রাজস্থানে ব্যবসায়ীকে খুন করে কলকাতায় এসে লুকিয়েছিল ৪ দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার রাতেই ফিল্মি কায়দায় অভিযান চালিয়ে চারজনের মধ্যে তিনজনকে কাদাপাড়া এলাকা থেকে ধরেছে কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা। এক দুষ্কৃতী কোনওমতে পালাতে সক্ষম হলেও শনিবার সকালেই তাকেও ইন্দোরের রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ধরে দেওয়া দুষ্কৃতীদের নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজস্থান রওনা দিয়েছে সে-রাজ্যের পুলিশ। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, এলাকায় বাইরের লোক দেখে স্থানীয়দের তরফেই পুলিশের কাছে প্রথম খবর আসে। তারপরই লোকাল পুলিশ ও ডিডিকে বলা হয়েছিল। দুজনকে প্রথম ধরা হয়। একজন প্রথম পালিয়ে যাচ্ছিল, তারপর তাকেও ধরা হয়েছে। আমার কাছে খবর এসেছে সন্ধে সাড়ে ৭-৮টা নাগাদ। তার একঘণ্টার মধ্যেই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়েছে। সাকসেসফুল অপারেশন হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৭ অক্টোবর রাজস্থানের কুচামান এলাকায় এক জিমের ভিতরে ঢুকে ব্যবসায়ীকে খুন করে মরুরাজ্য থেকে পালায় চালায় চার দুষ্কৃতী ধর্মেন্দ্র গুর্জর, গণপত গুর্জর, মহেশ গুর্জর ও জুবের আহমেদ। প্রথমে তাঁরা যায় উত্তরপ্রদেশ, সেখান থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, তারপর কেরল। সেখান থেকে তাঁরা ফের উত্তরপ্রদেশ হয়ে তামিলনাড়ুর উটিতে আশ্রয় নেয়। গত ১৪ অক্টোবর কলকাতায় পা রাখে চার সুপারি কিলার। এতদিন টানা ঘোরার ফলে তাঁদের টাকা-পয়সা শেষ হয়ে আসায় তাঁরা ফুলবাগান এলাকায় কম পয়সায় থাকার জায়গা খুঁজছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। বৃহস্পতির রাতে ধর্মেন্দ্র, গণপত ও মহেশকে গ্রেফতার করে ফুলবাগান থানার পুলিশ। তারপর এদিন সকালে ইন্দোরে পুলিশের চতুর্থ দুষ্কৃতী জুবের আহমেদও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত এবং গোহারা

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করে দিতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সংবিধানকে উপেক্ষা করে দেশ জুড়ে স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব চালাতে চাইছে বিজেপি। প্রথম টার্গেট বাংলা। কারণ বাংলাকে কিছুতেই রাজনৈতিকভাবে পরাভূত করা যায়নি। তাই হঠাৎ গোর্খাল্যান্ডকে আলোচনার মধ্যে এনে রাজ্যকে এড়িয়ে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের সরকার। এই অগণতান্ত্রিক, অনৈতিক, অসাংবিধানিক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কেন অগণতান্ত্রিক এবং বেআইনি। গোর্খাল্যান্ড সংবেদনশীল বিষয়। এ-ব্যাপারে এক তরফা পদক্ষেপে স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। জিটিএ অঞ্চলের কোনও কাজ রাজ্যের পরামর্শ ও সহযোগিতায় করা উচিত। না হলে এতে জটিলতা ও অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হতে পারে। তাই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজকুমার সিংকে নিযুক্ত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সেই নিয়োগপত্র পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ২০১১ সালের ১৮ জুলাই দার্জিলিংয়ের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ জিটিএ তৈরি হওয়ার সময় কেন্দ্র, রাজ্য ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা মিলে পাহাড়ের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছিল। বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাহাড় শান্ত এবং পর্যটকের ভিড় বছরভর। ভোটের আগে সেই পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতেই যে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এইসব চক্রান্ত করেও ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি গোহারা হারতে চলেছে।

e-mail থেকে চিঠি

আগুন জ্বলছে দেশটাতে আর ওরা অকর্মার দল...

দুটি ঘটনা। প্রায় পিঠোপিঠি। আর তাতেই স্পষ্ট দেশে একটা সরকার আছে বটে। তবে সেটা অপদার্থ, অকর্মণ্য, দায় এড়ানোর সরকার। দিল্লিতে একাধিক সাংসদের সরকারি ঠিকানা ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট। সংসদ ভবন থেকে যার দূরত্ব মেরেকেটে ২০০ মিটার। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র বিডি মার্গে অবস্থিত এই বহুতলে শনিবার বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। তবে দমকলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংসদ ভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত হলেও দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লেগে গিয়েছে। সংসদ ভবন থেকে এই বিল্ডিংয়ের দূরত্ব ২০০ মিটার। আগুনের তেজ বাড়লেও, বারবার ফোন করা হলেও দমকলের দেখা মেলেনি। দিল্লি সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত। অপর ঘটনাটি রেল দুর্ঘটনার। সাতসকালে ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে ফের প্রশ্নের মুখে যাত্রী

নিরাপত্তা। পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে বিহারের সহর্সাগামী গরিব রথ এক্সপ্রেসের একটি কামরায় আগুন লেগে যায়। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা। এই ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে, দিল্লিতে যে সরকার এখনও ক্ষমতায় তারা মানুষের প্রতি, সর্বস্তরের মানুষের ভাল-মন্দের প্রতি কতটা উদাসীন। এই সরকারকে এখনই বিদায় করা দরকার।

—তপনকুমার নাগ,
টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নির্বাচন কমিশন আগুন নিয়ে খেলছে

পুজোর পরপরই নদিয়ার দুই নাগরিককে এনআরসি সংক্রান্ত নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। কোন অধিকারে? কেউ জানে না। কিন্তু সবাই যেটা বুঝতে পারছে, সেটা হল নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সক্রিয়তা সন্দেহজনক। রাজ্য প্রশাসনকে বাদ দিয়ে কর্মকর্তাদের ডেকে বৈঠক করছে, অফিসারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসবের নেপথ্যে অন্য উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। সাফ জানাচ্ছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ

ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নির্বাচন কমিশন মর্যাদাপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। ভারতীয় সংবিধান এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিকর্তা। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে নির্বাচন কমিশন দায়বদ্ধ নয়। সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা ও তত্ত্বাবধান করা কমিশনের মূল কাজ। আমাদের মতো বিশাল জনসংখ্যাবহুল দেশে লোকসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, রাজ্যসভা নির্বাচন, বিধান পরিষদ নির্বাচন প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য সহস্র সহস্র কর্মচারী প্রয়োজন। কিন্তু সামান্য কয়েকজন আধিকারিক ছাড়া নির্বাচন কমিশনের লোকবল নেই। ফলে নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, রাজ্য সরকারের কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, এলআইসি প্রমুখ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বশাসিত কংস্থার কর্মচারী, পুরসভার কর্মচারী, স্কুলের শিক্ষক, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সমস্ত কর্মচারী ও আধিকারিকরা তাঁদের নিয়োগ কর্তার অধীনে কাজ করেন। যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে চাকরি করেন। এই কর্মচারীরা যখন নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করেন, তখন তাঁরা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে ডেপুটেশনে আছেন গণ্য করা হয়। এখানেই সমস্যার সূত্রপাত ও সমস্যাটির রাজনীতিকরণ হয়ে থাকে। এটা স্বীকৃত, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন। তাঁদের উপর কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা তাঁদের নিয়োগকর্তার কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই সময়ে কমিশন কর্তব্যে গাফিলতির জন্য বহু আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে—যেমন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া, বদলি করা, সাসপেন্ড বা সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি। এমনকী স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক পদমর্যাদার আধিকারিকদের মুহূর্তের মধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। সেটাও মেনে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের একটা নির্দেশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সংবিধান বিশেষকদের মতে অভাবনীয় বলা চলে। ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের চারজন আধিকারিককে অগাস্ট (২০২৫) মাসে নির্বাচন কমিশন শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দু'জন রাজ্য সিভিল সার্ভিস (এগজিকিউটিভ) পদমর্যাদার আধিকারিক, একজন ইলেক্টোরেল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও), অপরজন সহকারী ইলেক্টোরেল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও)। নির্দেশে বলা হল, তাঁদের তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করতে হবে এবং এফআইআর করতে হবে। সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ কমিশনকে জানিয়েছিলেন, অভ্যন্তরীণ একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। তদন্ত শেষ হলে কমিশনকে রিপোর্ট পাঠানো হবে। কিন্তু নাছোড়বান্দা কমিশন। ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে পাঠায় এবং ২১ অগাস্টের (২০২৫) মধ্যে আগের নির্দেশ কার্যকর করার হুকুমনামা জারি করে অর্থাৎ সাসপেন্ড করতে হবে ও এফআইআর করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আধিকারিকদের সাসপেন্ড করা হল। অবশ্য এফআইআর করা হয়নি শুনেছি।

আগেই বলা হয়েছে, নির্বাচন ঘোষণার সময় থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অবাধ ক্ষমতাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন নির্বাচন থাকে না, তখনও কি নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকতে পারে? একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৯০-এর দশকে (কোন সাল ঠিক মনে নেই) ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব সরকারের কয়েকজন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। খবরটি জানাজানি হয়ে যায়। ত্রিপুরাতে তখন কংগ্রেস সরকার। নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হল। তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার উক্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। ত্রিপুরা সরকারের বক্তব্য ছিল, নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের উপর নির্বাচন কমিশনের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কমিশনের কোনও বক্তব্য বা পর্যবেক্ষণ থাকলে, কমিশন রাজ্য সরকারকে জানাবে। রাজ্য সরকার বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের মতকে সমর্থন করেছিল। নির্বাচন কমিশন আর অগ্রসর হয়নি। ভারতের নির্বাচন সংস্কারে সেশন সাহেবের অবদান অপরিসীম। অত্যন্ত সাহসী এবং বিদগ্ধ আধিকারিক ছিলেন। সেশন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন, ত্রিপুরা সরকারকে তাঁর প্রশাসনিক নির্দেশ বাস্তবসম্মত নয়।

সংবাদপত্রে দেখলাম, নির্বাচন কমিশন বলছে, যখন কোনও ব্যক্তি কমিশনের কাজ করেন, তখন ধরে নিতে হবে তিনি নির্বাচন কমিশনের অধীনে এবং কমিশনের কাজে ডেপুটেশনে আছেন। প্রায় সারা বছর নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ চলে। সাধারণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, মহকুমা এবং ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন পদমর্যাদার অসংখ্য আধিকারিক নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। তবে কি সারা বছর এই সমস্ত কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে থাকবেন? তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের দরকার কী? রাজ্য সরকারের দরকার কী? কেন্দ্র ও রাজ্যের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা কোথায়? সমস্ত ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে চলে যাক। অবাস্তব যুক্তি।

কেন্দ্রীয় সরকারকে তার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে হবে, যেমন নরসিমা রাওয়ের সরকার বলেছিল। এছাড়া আরও একটি দিক আছে। কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যকে নির্বাচন কমিশনের চমকানো, ধমকানো, হুমকির নীতি। বাঙালির বিদ্রোহী চেতনাকে এনারা চেনেন না। বেশি চমকালে চমকাইতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হল, বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করা। জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে সরকারি অফিসারদের নানা ধরনের সরকারি কাজ করতে হয়। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পালন করতে হয়। ফলে তাঁদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তাই অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ইচ্ছাকৃত ভুল বা অপরাধ করলে প্রতিবিধানের জন্য জেলাশাসক আছেন, যিনি পদাধিকারবলে জেলার নির্বাচন আধিকারিক। এছাড়া রাজ্যস্তরে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রয়েছেন। তার পরিবর্তে একেবারে দিল্লি থেকে যুদ্ধঘোষণা! একটি সংবাদ দৈনিকে দেখলাম, নির্বাচন কমিশনের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় কার কার নাম কেন বাদ, কমিশন জানাতে বাধ্য নয়। কোন গ্রহ থেকে এসেছেন? দেশের শীর্ষতম আদালত তার রায়ে তথ্য-যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

মর্যাদাপূর্ণ নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে। এখন সমস্ত লাজ-লজ্জা, শিষ্টতা বিসর্জন দিয়ে এক কলঙ্কময় অধ্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের বড় দুর্দিন।

কালীপুজো ও দীপাবলিতে দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ পরিষেবা কলকাতা মেট্রোর। কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাতায়াতের কথা ভেবে ওই দু'দিন প্রতিটি রুটেই রাতে থাকবে অতিরিক্ত ট্রেন

উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের পাশে কৃষি বিপণন দফতর

ত্রাণ শিবিরে ১ লক্ষ কেজির বেশি আলু-পেঁয়াজ সরবরাহ

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াল রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর। দফতরের তরফে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ১ লক্ষ কেজির বেশি আলু ও পেঁয়াজ সরবরাহ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির মাধ্যমে তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ইতিমধ্যেই ৬৫ হাজার কেজির বেশি আলু এবং ১৫ হাজার কেজির বেশি পেঁয়াজ পৌঁছে গিয়েছে। দার্জিলিং জেলার জন্য শিলিগুড়ি থেকে ২৪ হাজার কেজির বেশি আলু ও সবজি পাঠানো হয়েছে। কালিম্পং জেলার জন্য পাঠানো হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার কেজির বেশি আলু ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। আলিপুরদুয়ার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ১১০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করেছে। পাশাপাশি সুফল বাংলার ১০০টি স্থায়ী বিপণি চলছে দুর্গতদের জন্য। তার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দুর্গত এলাকায় চালু করা হয়েছে অতিরিক্ত ৬৫টি ভ্রাম্যমাণ বিপণিও।

কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে পর্যাপ্ত খাদ্য পৌঁছে দিতে আরও কয়েক দফায় এই সহায়তা পাঠানো হবে। সেইমতো আলু, পিঁয়াজ ও বিভিন্ন সবজি পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

টেস্টে কোনও বিতর্কিত প্রশ্ন নয়, স্পষ্ট নির্দেশ পর্ষদের

প্রতিবেদন : চলতি বছর মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে সম্পূর্ণভাবে স্কুলগুলোকে। এই নির্দেশ আগেই দিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষার আগে বেশ কিছু নতুন নির্দেশ দিল পর্ষদ। চলতি বছর ৩ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে টেস্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

পর্ষদের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে সমস্ত স্কুলকে তাদের ক্লাস টেনের সিলেকশন টেস্ট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার দিনেই সেই বিষয়ের প্রশ্নপত্র বোর্ডে জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করা যাবে না। এমন কোনও প্রশ্ন করা যাবে না যা বিতর্ক তৈরি করতে পারে বা যার ফলে বোর্ড বা রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র সেই স্কুলের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরাই তৈরি করবেন। বাইরের কোনও এজেন্সির সাহায্য নেওয়া বা একাধিক স্কুল মিলে ক্লাস্টার হিসেবে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। নিয়ম লঙ্ঘন করলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা আধিকারিক দায়ী থাকবেন।

■ উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়দহের ১৩নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ শ্মশান কালীমাতা পুজো কমিটির সভাপতি সাংসদ মালা রায়ের উদ্যোগে ১৫০তম বর্ষের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ সুব্রত বক্সি, মেয়র পারিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি, অসীম বসু, বরো চেয়ারম্যান চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা বিশ্বাস-সহ স্থানীয় কাউন্সিলররা।

ডিজিটাল যোদ্ধায় যুক্ত করতে বিধায়কের উদ্যোগে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কুলতলিতে

প্রতিবেদন : গতকাল ডিজিটাল আন্দোলনের ডাক দিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লঞ্চ করেছেন। 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'। বাংলা-বিরোধীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা ও অপপ্রচারকে হাতিয়ার করে এই বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। বাংলার গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করছে, অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বহিরাগত পরিচালিত রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীরা। তারই বিরুদ্ধে ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে তরুণ-তরুণীদের মাঠে নামতে আহ্বান জানায় দল। এই ডিজিটাল যুদ্ধে শামিল হতে আগ্রহীদের প্রথম পর্যায়ে করতে রেজিস্ট্রেশন। নিজের নাম নথিভুক্ত করছেন দলীয় কর্মী, সমর্থকেরা। বাংলার ভাবমূর্তিকে সম্মান জানাতে শামিল হচ্ছেন রঙবিহীন তরুণ তুর্কিরাও। দলের নতুন এই কর্মসূচিতে শামিল করতে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করলেন কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। শুক্রবার কুলতলির বিধায়ক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন প্রতিটি বুথ থেকে আগত কয়েক হাজার কর্মী–সমর্থক। বিধায়ক বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধীদের মিথ্যা–কুৎসা–অপপ্রচারকে রুখে দিয়ে বাংলার কৃষ্টি–ঐতিহ্য ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা কুলতলি থেকেও তরুণেরা যাতে ডিজিটাল যুদ্ধে শামিল হতে পারে তারই জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া টিম ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, বর্তমান সময়ে কেন এই যুদ্ধে সামিল প্রয়োজন— সে-সব বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেকগুলি বোঝানো হয় এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

■ কুলতলির বিধায়ক কার্যালয়ে ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির।

■ বিধাননগর এসি ব্লক আবাসিক বৃন্দের শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ছিলেন কাউন্সিলার রত্না ভৌমিক। দুঃস্থদের বস্ত্রদান করা হয়।

■ ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাতগাছিয়া বিধানসভায় বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। রয়েছেন বিধায়ক সওকত মোল্লা, বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি স্বপন হাতি-সহ নেতৃত্ব।

■ হাওড়া গ্রামীণের শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখছেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। রয়েছেন বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ অন্যেরা।

চুরি করা 'খুকি মা' বদলে দিয়েছিল দয়ালের জীবন

সংবাদদাতা, বজবজ : নবাবি কেল্লার পরিত্যক্ত জমিতে স্থাপিত হয় বজবজ তেল বন্দর। সেখানেই বীরভূম নিবাসী দয়াল শংকর ঘোষ আসেন কর্মী হিসেবে। মা কালী একনিষ্ঠ সাধক দয়াল শঙ্কর নিজের ঘরেই কালীর আরাধনা করতেন। এরপর দিন যেতে যেতে আরও গভীর সাধনায় ব্রত হলেন তিনি। নির্জন শ্মশানের পাশে হোগলা বনে পাতা দিয়ে তৈরি করলেন কুটির। সেখানেই মা কালীর আরাধনা করতেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় এক বাসিন্দা অধর দাস দয়ালের ভক্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ভক্তদের সমাগম। এর মধ্যেই দয়াল ঠাকুরের গুরু পূর্ণানন্দ একটি

পাথরের মূর্তি দেন তাঁকে। দয়াল অযোধ্যা থেকে বলভদ্র নামে এক পুজারীকে নিয়ে এসে শুরু করেন নিত্য পূজা। এই কালীমন্দিরই এখন খুকি কালীবাড়ি নামে পরিচিত। ১৮৯২-৯৩ সালে বজবজে এভাবেই হাজির হয়েছিলেন 'খুকিমা'। ধীরে ধীরে সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে বজবজ কালীবাড়ি।

জানা যায়, মূর্তিটি ডাকাতি করে আনা হয়েছিল সুদূর বর্ধমান রাজবাড়ি সংলগ্ন এক মন্দির থেকেই। সেখানেই এই মূর্তির পুজো করতেন কালীসাধক কমলাকান্ত। একটু অন্য এই বিগ্রহ। পায়ের তলায় নেই শিব। কথিত আছে, কমলাকান্ত শায়িত অবস্থায় নিজের বুকের ওপর এই মূর্তি রেখেই আরাধনা করতেন দেবীর। কালী পুজোয় এখানে বিশাল মেলা বসে। সারা দেশ থেকে মানুষ আসেন বজবজ কালীবাড়িতে পুজো দিতে।

■ জাঙ্গিপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

19 October, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

কালীপুজোয় বিশেষ ট্রেন। শিয়ালদহ-ডানকুনি, শিয়ালদহ-বারাসত, বনগাঁ-বারাসত, শিয়ালদহ-রানাঘাট এবং শিয়ালদহ-বারুইপুর শাখায় চলবে বিশেষ ট্রেন। প্রতিটি স্টেশনে থামবে ট্রেনগুলি

এমএসএমই-র বিকাশে ১০-১৮ নভেম্বর ‘শিল্পের সমাধান’ শিবির

প্রতিবেদন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ফের ‘শিল্পের সমাধান’ কর্মসূচি শুরু করছে রাজ্য সরকার। আগামী ১০ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। প্রতিটি পুরসভা ও ব্লকে আয়োজন করা হবে ‘শিল্পের সমাধান’ শিবির। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। ছোট ব্যবসায়ীরা তাঁদের নানা সমস্যা নিয়ে ওই শিবিরে সরাসরি হাজির হতে পারবেন।

ওই শিল্পের সমাধান শিবিরে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি

ব্যবসা শুরু করার জন্য পরিবেশ ও দমকলের ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ কিংবা জমি সংক্রান্ত জটিলতা— সবকিছুর সমাধান মিলবে এক জায়গাতেই। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা যাতে সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারেন, তার দিকেও নজর থাকবে প্রশাসনের। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্পের নানা প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার আবেদন করা যাবে এই শিবির থেকেই। রাজ্যের সাতটি দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দফতর, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর, কৃষি দফতর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর, কারিগরি শিক্ষা দফতর, আদিবাসী কল্যাণ দফতর এবং অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের আধিকারিকরা এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন।

■ বারাসতের বেশ কয়েকটি কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

■ নলিনী সরকার স্ট্রিটে সর্বজনীন কালীপুজো উদ্বোধনে পুজো কমিটির তরফে উত্তরবঙ্গে বন্যা দুর্গতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ-সহ অন্যেরা।

পিজির ‘অনন্য’য় চিকিৎসা খরচ ঘোষণা স্বাস্থ্যভবনের

প্রতিবেদন : গতমাসেই এসএসকেএম হাসপাতালে নতুন উডবার্ন ওয়ার্ড ‘অনন্য’-এর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই নয়া ভবনের কোন কেবিনে চিকিৎসায় কত খরচ, একেবারে তালিকা প্রকাশ করে তা জানিয়ে দিল স্বাস্থ্যভবন। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে,

এসএসকেএমের নতুন ১০তলা প্রাইভেট কেবিন বিল্ডিংয়ে সিঙ্গল অকুপেন্সি কেবিনে থাকতে দৈনিক পাঁচ হাজার টাকা, সিঙ্গল অকুপেন্সি ডিলাক্স স্যুটে থাকতে দৈনিক আট হাজার টাকা, এইচডিইউ কেবিনে (ভেন্টিলেশন, বাইপ্যাপ ছাড়া) থাকতে দৈনিক ১২ হাজার টাকা এবং আইসিইউ কেবিনে থাকতে দৈনিক ১৫ হাজার টাকা খরচ হবে। আবার, নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডে আলাদা বহির্বিভাগ (আউটডোর) পরিষেবাও মিলবে। প্রতিদিন বেলা ৩টে থেকে নয়া ভবনের বহির্বিভাগ খুলবে। যেখানে ডাক্তার দেখানোর চার্জ ৩৫০ টাকা। তার মধ্যে ৩০০ টাকা পাবেন চিকিৎসক এবং ৫০ টাকা যাবে হাসপাতাল তহবিলে। স্বাস্থ্যভবনের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন উডবার্ন ভবনের কাজকর্ম কোনওরকম সরকারি আর্থিক সাহায্য ছাড়াই স্বনির্ভরভাবে চলবে। এখন থেকে যে রাজস্ব আদায় হবে, তার মাধ্যমেই ভবনের খরচ বহন করা হবে।

৪৫ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্পে আবশ্যক আগাম অনুমোদন

সতর্কবার্তা নবান্নের

প্রতিবেদন : পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আগাম অনুমোদন ও আর্থিক ছাড়পত্র না নিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের কোনও কাজের নির্দেশ বা ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা যাবে না। পুরসভা ও নিগমগুলিতে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে সতর্ক করেছে নবান্ন। সতর্কবার্তায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যদি কোনও পুরসভা বা কর্তৃপক্ষ কাজের নির্দেশ জারি করে, তবে তার জন্য পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট দফতর কোনওভাবেই দায় নেবে না বা ‘পোস্ট-ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল’ দেবে না।

কয়েকটি পুরসভা অনুমোদন ছাড়াই উচ্চমূল্যের কাজের নির্দেশ জারি করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর বিধান লঙ্ঘন করছে। আইনের ৭১ ও ৭৩(এ) ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার পুরসভাগুলিকে অনুদান বা আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। তবে সেই অর্থের ব্যবহার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই করতে হবে। বিধান অনুযায়ী, চেয়ারম্যান ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, আর বোর্ড অফ কাউন্সিলরস ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদন করতে পারে। এর বেশি অর্থমূল্যের কোনও প্রকল্প হাতে নিতে গেলে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুর দফতরের অনুমোদন আবশ্যক।

নির্দেশিকাটি ইতিমধ্যেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সিনিয়র আধিকারিক, ডিরেক্টর অফ লোকাল বডিজ, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং সব পুরসভার চেয়ারম্যান, প্রশাসক, এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ফিনান্স অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তি দফতরের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে যাতে সকলের অবগতির জন্য তা সহজলভ্য থাকে।

আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা শুরু নাম নথিভুক্তকরণের কাজ

সংবাদদাতা, হাওড়া : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালাতে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছে তৃণমূল। শুরু হয়েছে নতুন কর্মসূচি ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’। এবার এই কর্মকাণ্ডে নাম নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু হল। শনিবার হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু হল। শনিবার হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত থেকে নাম নথিভুক্তকরণের সূচনা করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস সহ দলের আরও অনেকে। এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের হাতে এই কর্মসূচির প্রচারে টি-শার্ট তুলে মন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন প্রায় ৪০০ জনের নাম ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’ কর্মসূচিতে নথিভুক্ত করা হয়। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা অরবিন্দ দাস বলেন, আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’য় যোগ দিয়ে আমরা দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আরও শক্ত করব। হাওড়ায় বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে এই কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করার কাজ চালাব।

বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরে বিজেপিকে মোক্ষম জবাব

সংবাদদাতা, নিউ টাউন : বর্তমানে হালফিলের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি। এবার হারিয়ে যাওয়া সেই সংস্কৃতিকেই পুজো মণ্ডপে তুলে ধরছে নিউটাউনের তীর্থঙ্কর হাউজিং কালীপুজো কমিটি। তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ও হিন্দু প্রকষ্ঠের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সহ সভাপতি অমরনাথ প্রসাদ এই কালীপুজোর উদ্যোক্তা। এই পুজোতে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বার্তা পাঠিয়েছেন। পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য

সচেতক নির্মল ঘোষ, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। পুজোর পাশাপাশি যেমন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তেমনই প্রায় হাজারের বেশি মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে।

এই বছর ষষ্ঠতম বর্ষে তালপাতার হাতপাখা, কুলো, মাদুর, গামছা, ঝুড়ি এবং বাংলার হারিয়ে যেতে চলা হস্তশিল্প ও চিত্রশিল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। সঙ্গে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোকসজ্জা। রথীন ঘোষ বলেন, এই আলোর উৎসবের মধ্যে দিয়ে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। অমরনাথ প্রসাদ বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। বারবার বিজেপিরা বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টির উপর আঘাত হানার চেষ্টা চলছে। দলনেত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। পাশাপাশি তাদের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। সেই আবহে এই মণ্ডপসজ্জার মধ্যে দিয়ে বিজেপি বাংলা-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছি।

বিডিও পদে একাধিক রদবদল

প্রতিবেদন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের বিডিও পরিবর্তন করা হল। দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ১ ব্লকে। সম্প্রতি নবান্নের এক বিজ্ঞপ্তিতে ৫ ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভকে

রদবদলের কথা জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নন্দীগ্রামের ১ ব্লকের বিডিও পিনাকী দেবনাথকে বদলি করে পাঠানো হয় কালিম্পংয়ের ডিএমডিসি হিসেবে। বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের বিডিও নাজিরুদ্দিন সরকারের নতুন দায়িত্ব নন্দীগ্রামের ১ ব্লকের বিডিও পদে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিএমডিসি নবিরুল ইসলামকে দায়িত্বে আনা হল বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের বিডিও হিসেবে। এছাড়া নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বিডিও সুপ্রতীম আচার্য বদলি হলেন আলিপুরদুয়ার ডিএমডিসি হিসেবে। তাঁর জায়গায় এলেন ডিএমডিসি শুভদীপ চৌধুরি।

শিলিগুড়ি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রণব রায় (৫৫) নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০ কিলো বেআইনি বারুদ ও প্রায় ২৫ হাজার টাকার অবৈধ আতশবাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলায় অসামান্য ভূমিকা, সম্মানিত ৪২

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

অক্টোবরের ৪ ও ৫ তারিখের রাতে প্রবল বর্ষণে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুহূর্তে নদীর জল বেড়ে বহু এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ জলবন্দি হন। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে একযোগে কাজ শুরু করে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য ও বন দফতর, রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থা। তাঁরা দিনরাত এক করে দুর্গতদের উদ্ধারে নামেন, ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেন, দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার করেন। এই মানবিক ও প্রশাসনিক তৎপরতার স্বীকৃতিস্বরূপ মোট ৪২ জন কর্মী ও আধিকারিককে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি আটজন আধিকারিককে বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদান করেন, বাকিদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খণ্ডবহালে উমেশ গণপত, জেলা পরিষদ সভাধিপতি কৃষ্ণ রায়বর্মন, জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং সরকারি আধিকারিক। সম্মানিতদের মধ্যে রয়েছেন মাল মহকুমার এসডিও শুভম কুন্ডল, এসডিপিও দেশমুখ রোশন প্রদীপ, ধূপগুড়ির এসডিপিও গ্যালসেন লেপচা, ময়নাগুড়ি ব্লকের বিডিও প্রসেনজিত কুণ্ডু, নাগরাকাটার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মল্লাহ ইরফান হোসেন, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবলচন্দ্র ঘোষ, নাগরাকাটার বিদ্যুৎ স্টেশন ম্যানেজার রাজু টোপ্পো, ফুলবাড়ি দমকল কেন্দ্রের অফিসার রাজীব কুণ্ডু, ডাউকিমারি ফাঁড়ির ওসি এসআই রমেন লস্কর, এসআই সুব্রত সরকার, এসআই পালাশ বিশ্বাস, সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক অজিত রায় এবং খুনিয়া ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের ফরেস্ট গার্ড বঙ্কিম মণ্ডল।

■ সম্মাননা অনুষ্ঠানে নির্মলচন্দ্র রায়।

নওদা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

■ জয়ের পর দলীয় পতাকা হাতে তৃণমূল প্রার্থীরা।

সংবাদদাতা, হেমতাবাদ : হেমতাবাদের নওদা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার নওদা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বিজয় মিছিল বেরোয়। সবুজ আবির মেখে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। ৪৮ আসনের নওদা সমবায় সমিতির নির্বাচনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসেই মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হয়েছিল। শনিবার ছিল নির্বাচনের দিন। কিন্তু এই সমবায় সমিতির কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস। ফলে সব ক'টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন তৃণমূল প্রার্থীরা। শনিবার নওদা গ্রামপঞ্চায়েতের অফিসে তৃণমূল প্রার্থীদের হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেয় হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এলাকায় একটি বিজয় মিছিলও করা হয়। তৃণমূলের হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি আশরাফুল আলি, তৃণমূল জেলা নেতা মোজাফফর হোসেন, যুব সভাপতি আশিক নাওয়াজ, আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সৌরভ আলি প্রমুখ পা মেলান মিছিলে।

ভোটার তালিকা থেকে বহু নাম বাদ ঘিরে উদ্বেগ

সংবাদদাতা, গোয়ালপোখর : ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে একের পর এক ভোটারের নাম। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর বিধানসভা এলাকায়। এই বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে। রাজ্য দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলাকালীন বিএলও-২ কর্মীরা সার্ভে করতে গিয়ে দেখেন ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে অংশ নেওয়া বহু মানুষের নামই তালিকা থেকে উধাও। যা নিয়ে উদ্বেগে নাম বাদ যাওয়া সাধারণ ভোটাররা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া সাধারণ মানুষকে নিয়ে গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা। এমনকী বেশ কিছু এপিকে ভোটারের নাম ও ছবির মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে বলেও দাবি তাঁর। ঘটনায় কেন্দ্রের দিক অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

হেরোইন-সহ দুই যুবক গ্রেফতার

■ অভিযান চালিয়ে মালদহ রেল ভবনের সামনে থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। রাত ১১টা ১০ থেকে ১১টা ৫০ মিনিটের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২০২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। মাদকটি দুটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে একটি ব্যাগে রাখা ছিল। দুই অভিযুক্তের নাম মহঃ আসাদ (২০) ও সুনীল যাদব ওরফে সুনীল (২১)। জানা গিয়েছে, তারা মালদহ হয়ে মাদক পাচারের পরিকল্পনা করেছিল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে এবং মাদকচক্রের মূল সূত্র খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে।

দার্জিলিঙে খাদে গাড়ি মৃত দুই, আহত তিন

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : পাংখাবাড়ি রোডে বড় ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা। গাড়ি খাদে পড়ে গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত তিনজন। দার্জিলিং থেকে নকশালবাড়িতে বাড়ির দিকে ফেরার পথে গাড়িটি প্রায় ৫০০ মিটার নিচে খাদে পড়ে গিয়েছিল। জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে পাঁচজন ছিলেন। দুই মৃতের নাম রাজেশ পাশওয়ান এবং সুমিত সিংহ। আহত রথখোলার বাসিন্দা রাজ দাস এবং তারক বিশ্বাস, কোটিয়া জোতের বাসিন্দা করণ ঠাকুর। ওঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাংখাবাড়ির রাস্তায় খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহত এবং আশঙ্কাজনকদের নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতেরা নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চা-শ্রমিকদের দ্রুত বাড়ি তৈরি করার উদ্যোগ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ভুটান থেকে নেমে আসা জলরাশি বিপর্যয় ডেকে আনে আলিপুর তথা সারা উত্তরবঙ্গে। সেই বিপর্যয়ে হাসিমারা তোর্সা নদী সংলগ্ন সুভাষিণী চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লার বহু বাড়িঘর ভেসে যায়। গৃহহীন হয়ে পড়েন বহু চা-শ্রমিক। গত ১২ অক্টোবর দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের রিভিউ মিটিং করতে আলিপুরদুয়ার আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মিটিং সেরে যান সুভাষিণী চা-বাগানে দুর্গতদের পরিস্থিতি দেখতে। সেখানেই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে যান, গৃহহীনদের দ্রুত বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার পরেই ময়দানে নামে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশে ভূমিরাজস্ব আধিকারিক নৃপেন্দ্র সিং চা-বাগানে গিয়ে একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন। সেখানেই বন্যায় নষ্ট হওয়া যাওয়া ৩৬টি শ্রমিক পরিবারকে নতুন করে গৃহনির্মাণ করে দেবে রাজ্য। যেহেতু শ্রমিকদের হাতে গৃহের পাশাপাশি ভূমির অধিকারও দেওয়া হবে, তাই ওই জমির পাট্টারও ব্যবস্থা করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। যেহেতু ওই জমিগুলি চা-বাগানের লিজে রয়েছে, বাগানের এনওসি পাওয়ার পরেই পাট্টাপ্রদান ও গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে। জেলাশাসক আর বিমলা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুভাষিণী চা-বাগানে শ্রমিকদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।

বালুরঘাটে শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ামা কালীমাতার পুজো

সঞ্জয় রায় ● বালুরঘাট

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাব্দীপ্রাচীন কালীপুজো বালুরঘাট তহবাজার এলাকার বুড়ামা কালীমাতার মন্দিরের পুজো। এই বছর দীপান্বিতা অমাবস্যার কালীপূজা উপলক্ষে বুড়ামা কালীমন্দিরে আসার রাস্তা আলোকসজ্জায় ভরিয়ে তোলা হচ্ছে। পুরোনো রীতি মেনে পুজো হবে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে। পুজোর দিন প্রচুর অন্নভোগের হাঁড়ি পড়ে। এখনও পাঁঠাবলি ও বোয়াল মাছ ভোগ দেওয়া হয়। বুড়ামাকালী মাতা পূজা সমিতির উদ্যোগে কালীপুজোতে প্রতিমাকে স্বর্ণ মুখা ও স্বর্ণালংকারে সাজানো হয়।

কয়েকশো বছর আগে মন্দিরের পাশ দিয়ে আত্রেয়ী নদী বইতো। মন্দির সহ পুরো এলাকা ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এক তান্ত্রিক সেই সময় একটি প্রস্তরখণ্ডকে বিগ্রহ রূপে পুজো শুরু করেন। পরে বুড়ামা কালীমাতার নিত্যপুজো শুরু হয়। বর্তমানে মন্দির থেকে অনেকটা পশ্চিমে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী নদী। জনশ্রুতি, নাটোরের রানি ভবানী এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। বজরায় করে এসে তিনি আত্রেয়ী নদী থেকে জল নিয়ে এসে মায়ের পুজো দিয়ে আবার ফিরে যেতেন নাটোরে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 October, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

তরুণী ডাক্তারের মৃত্যুতে গড়া হল তদন্ত কমিটি

সংবাদদাতা, তমলুক : এক মাস আগে হৃদরোগে আক্রান্ত মাকে নিয়ে মনমরা ছিলেন তমলুকের তরুণী চিকিৎসক ডাঃ শালিনী দাস। গত শুক্রবার তাঁর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কারণ জানতে গঠন করলেন দুই সদস্যের বিশেষ তদন্ত কমিটি। কমিটিতে আছেন তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালের এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ডেপুটি সিএমওএইচ ৪। শনিবার সকালে তমলুকের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা। কখন ওই মহিলা চিকিৎসক নার্সিংহোমে ঢোকেন এবং ঢোকার সময় হাতে ক্যানুলা ছিল কিনা খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি কী ইঞ্জেকশন পুশ করা হয় সে ব্যাপারেও খোঁজ নিচ্ছেন। চিকিৎসকদের অনুমান, সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকের। শনিবার সকালে দেহাংশ ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষায় পাঠানো হয়।

তারাপীঠের জলে ট্রাফিক কালীপুজো

সংবাদদাতা, আসানসোল : প্রায় ৭২ বছর ধরে পুজো করে আসছে আসানসোল শহরের ট্রাফিক সর্বজনীন কালীপুজা কমিটি। এবছর বিশেষ আকর্ষণ গ্রামবাংলা। এখানে মায়ের মূর্তির শ্মশানকালী রূপ। প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা সেই মূর্তির। এক সময় আসানসোল শহরের কালীপুজো এবং পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা মানেই ছিল এই ট্রাফিক কালীপুজো। এখন মেলা বন্ধ হয়ে গেলেও রীতি মেনে পুজো হয়ে আসছে। বিশেষ রীতি অনুযায়ী তারাপীঠ থেকে জল এনে মায়ের পুজো হয় এবং জল-ভর্তি ঘট নিয়ে পুনরায় তারাপীঠের দ্বারকা নদে নিরঞ্জন দেওয়া হয়। পুজোর ক'দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ভোগেরও ব্যবস্থা থাকে। সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে পুজো কমিটি।

ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা • মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটি • বিজয়া সম্মিলনী

একাধিক কাজে ঘাটালে সাংসদ দেব

■ ঘাটাল ব্লকের উপচে পড়া মানুষের ভিড়ে ভরা বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তা সাংসদ দেব। শনিবার।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বন্যা মিটিতেই জোরকদমে শুরু হবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ। শহরে শিলাবতী নদীর উপর গার্ডওয়াল দেওয়া থেকে বেশ কিছু জায়গায় একাধিক নতুন ব্রিজ তৈরি হবে। ঘাটাল মনিটরিং কমিটি ও প্রশাসনের তরফে কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। শনিবার দুপুরে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে ঘাটাল পৌঁছান সাংসদ দেব। ঘাটাল অরবিন্দ স্টেডিয়ামে ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা নিয়ে বৈঠক ও কমিটি গঠন, ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটির বৈঠক শেষে দলীয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ও ঘাটালের কুশপাতায় একটি কালীপুজোর উদ্বোধন— এসবই ছিল ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে অভিনেতা দেবের এদিনের কর্মসূচি।

এর মধ্যে ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটির বৈঠক ঘিরে সবার নজর ছিল। ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা ঘাটালবাসীর আবেগ ও ঐতিহ্য। যাতে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সবদিক ভাল করে দেখে নেওয়ার বার্তা দেন দেব। ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, ঘাটালের মানুষকে ছাড়া এ-কাজ দ্রুত শেষ করা সম্ভব নয়। এবছর ৬ বার বন্যা হয়েছে। যার ফলে কাজ অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান কতটা প্রয়োজন ঘাটালের মানুষ তা জানেন। যাঁরা ইতিমধ্যে জমি দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ। বিজয়ামঞ্চ থেকে তিনি জানান, এখনও যাঁরা জমি দিতে ভয় পাচ্ছেন বা যাঁদের ঠিকমতো বোঝানো যায়নি, দরকার হলে এবার আমি তাঁদের কাছে যাব। আমি গেলে তাঁরা যদি আশ্বস্ত হন, বোঝাতে পারি, তাহলে দ্রুত কাজ শেষ করা যাবে। মনিটরিং কমিটির বৈঠক শেষে সাংসদ দেব সংবাদমাধ্যমকে মাস্টার প্ল্যান নিয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে বলেন, ড্রেজিং শুরু হয়েছে, গার্ডওয়াল তৈরির জায়গাও মার্কিং হয়েছে। অনেক জমি অধিগ্রহণও শেষ। কিছু জমি অধিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা চলছে। অনেকগুলো ব্রিজ তৈরির জন্য সয়েল টেস্ট হয়ে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। আমরা আশাবাদী, দিদি যা কথা দিয়েছেন সেইমতোই কাজ শেষ হবে। প্রসঙ্গত, জমিজট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন, কারও জমি জোর করে নেওয়া হবে না, প্রয়োজনে প্রস্তাবিত গার্ডওয়াল দেওয়ার রুট ঘুরিয়ে দিতে হবে। বন্যা মিটতে রুট কাটছাঁট করে জমি ম্যাপিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। অনিচ্ছুক জমিদাতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝানোর দায়িত্ব নেব। রাজ্যের উদ্যোগে মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হতে বিরোধীরা রাজ্য সরকারকে বারবার কটাক্ষ করেছে। আসলে বিরোধিতা না করলে তাঁরা তো বিরোধী থাকবেন না! মাস্টার প্ল্যানের কাজ কতটা চলছে ঘাটালের মানুষই তা দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো সময়েই শেষ হবে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কোনও রাজনৈতিক দলের অ্যাজেন্ডা নয়, এটা ঘাটালের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়।

রাজনীতি নয় ঘাটালের মানুষের জন্যই প্রয়োজন

দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু ২ মহিলা তৃণমূল কর্মীর

সংবাদদাতা, মোহনপুর : দলের বিজয়া সম্মিলনী শেষে বাড়ি ফেরার পথে শুক্রবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর ব্লকের সামসারা এলাকার দুই মহিলা তৃণমূল কর্মী ফুলমণি সিং ও সোম্বারি সিংয়ের। তাঁদের বাড়ি সামসারা এলাকায়। বাড়ির অদূরেই গ্রামীণ সড়কে হয় এই পথ দুর্ঘটনা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মোহনপুর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিতে যান দুজন। অনুষ্ঠান শেষে রাত ৮টা নাগাদ এক আত্মীয়ের বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। সামসারা এলাকায় গ্রামীণ সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক্টর তাঁদের বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে পড়ে যান তিনজনই। ফুলমণি ও সোম্বারির শরীরের উপর দিয়ে চলে যায় ট্রাক্টরের চাকা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ফুলমণিকে মৃত বলে করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন মোহনপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক মাইতি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত ৯টা নাগাদ সোম্বারিকে স্থানান্তরিত করা হয় মেদিনীপুর মেডিক্যালে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বন্যাত্রাণে 'টিম অভিষেক'

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াল ঝাড়গ্রামের 'টিম অভিষেক'। দলের নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ তহবিলে ১৭,৯০১ টাকা জমা দিল এই সংগঠন। উল্লেখ্য, গত ১৪ তারিখ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলে ব্যক্তিগতভাবে ১ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর পথ ধরে ঝাড়গ্রামেও অর্থসংগ্রহ করা হয়। নেতৃত্ব দেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা টিম অভিষেক প্রধান সুমন সাউ। জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া মাসিক ৭,০০০ টাকার সাম্মানিক ভাতা ত্রাণ তহবিলে দান করার পাশাপাশি, 'টিম অভিষেক ঝাড়গ্রাম' পরিবারের প্রায় ৫২ জন সদস্য তাঁদের সাধ্যমতো অর্থসাহায্য করেন। সব মিলিয়ে ১৭,৯০১ টাকা শুক্রবার রাজ্যের নির্দিষ্ট ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হয়।

ঝাড়গ্রাম

কৃত্রিম আলোর যুগেও আজও টিকে আছে মাটির প্রদীপ

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : এক সময় রাজনৈতিক সংঘর্ষ আর হানাহানির জন্যই রাজ্যে আলোচিত হত জেলার কেশপুর। বোমা-বারুদের গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসত বাসিন্দাদের। সেই কেশপুরেই আজ সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের গ্রাম অকুলসাড়া। হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে প্রায় ১৮০টি পরিবার বসবাস করেন গ্রামে। ৭০টি মুসলিম পরিবার চাষবাস-সহ নানা ব্যবসায় যুক্ত। বাকি ১১০টি হিন্দু পরিবার থাকে মাঝিপাড়া, মালাকারপাড়া ও কুমোরপাড়ায়। মাঝিপাড়ায় তৈরি হয় সবুজ আতশবাজি, মালাকারপাড়ায় চাঁদমালা-সহ প্রতিমার নানা গহনা। কুমোরপাড়ার লোকজন গড়েন প্রদীপ, ঘট-সহ মাটির নানা জিনিস। নিম্নচাপ কেটে আকাশে রোদের দেখা মেলায় তাই অকুলসাড়ার সর্বত্র এখন খুশির হাওয়া। সেই সঙ্গে দীপাবলির আগে চরম ব্যস্ততা। পাড়ার বাসিন্দাদের উঠোন জুড়ে মেলা রয়েছে তুবড়ি, তারাবাতি, রসবাতি-সহ নানা আতশবাজি। মাঝিপাড়ায় ১২-১৩টি পরিবার বংশ পরম্পরায় আতশবাজি তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করে। এই আতশবাজি ভিনরাজ্যেও রফতানি হয়। কালীপুজো বা দীপাবলির সময়ে যার ব্যাপক চাহিদা থাকে। মালাকারপাড়ার চাঁদমালার চাহিদা বাড়ছে ভিনরাজ্যেও। গণেশ দাস, শিবরানি দাসদের কুমোরপাড়া ব্যস্ত দেওয়ালির মাটির প্রদীপ জোগান দিতে। গণেশ বলেন, কৃত্রিম আলোর যুগে মাটির প্রদীপের চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। আগে যেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার-হাজার অর্ডার আসত, এখন আসছে তিনশো-চারশো। তবে বংশ পরম্পরায় এটাই আমাদের প্রধান কর্মসংস্থান। তাই সেই কাজই করে চলেছি। গ্রামের একপ্রান্তে বাস করেন শিক্ষক অমল চক্রবর্তী। পুরোহিত হিসেবেও নামডাক রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, পুজো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাদের এই অকুলসাড়া গ্রামকে মুশকিল আসান বলতে পারেন।

কৃত্রিম আলোর যুগেও আজও বিদ্যমান অকুলসাড়া গ্রামের মাটির প্রদীপের কদর। সেই প্রদীপ শুকোচ্ছে কুমোরপাড়ায়। আর চাঁদমালা এবং ঠাকুরের গহনা তৈরিতে ব্যস্ত মালাকারপাড়া। কেশপুরের শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের অকুলসাড়ার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার নন্দীগ্রামে বাড়ির সামনে বাইকে দুই দুষ্কৃতী এসে ষাটোর্ধ্ব পুষ্পরানি মণ্ডলের হার টেনে নেয়। এক ভ্যানচালক ধরার চেষ্টা করায় বন্দুক উঁচিয়ে পালায়। ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ

তমলুকে বিজয়ামঞ্চে বিজেপি ছেড়ে যোগ পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যের

ছাব্বিশে জামানত বাজেয়াপ্তর হুমকি সায়নীর

সংবাদদাতা, তমলুক : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তমলুকে শক্তিবৃদ্ধি হল তৃণমূলের। বিজেপি পরিচালিত অঞ্চল দখল করে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্তর হুমকি দিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল সভানেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। শনিবার বিকেলে তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের তরফে রাজ ময়দানে বিজয়া সম্মিলনী করা হয়। সায়নী ঘোষ ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, বিপ্লব রায়চৌধুরি, বিধায়ক তথা জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক, বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী, সুকুমার দে, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন তমলুক ব্লকের পদুমপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান দোলন মাইতি ও পঞ্চায়েত সদস্য নির্মল ক্যাইলা। কর্মীদের উজ্জীবিত করতে সায়নী বলেন, কাজ করবে মমতা আর তোমরা পাবে ক্ষমতা, এ আশা করো না। আপনারা মনে রাখবেন ছাব্বিশে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ওই নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের মুখ্যমন্ত্রী করার নির্বাচন। আমাদের বাংলা বাঁচানোর লড়াই। বাঙালি এবং বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর লড়াই। কারণ বিজেপি বাঙালি বিদ্বেষী। কেউ বাংলা ভাষা বললে ওরা তাঁকে বাংলাদেশি বলে। সায়নী আরও বলেন, আজকে যে নিজেকে বড় নেতা মনে করছে কাল সে পাবলিকের রোষে পড়ে ন্যাতা হয়ে যাবে। মানুষ এখনও বিজেপির কাছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জবাব চাইছেন। দিন যত এগিয়ে আসবে লড়াইটা ততই দলকে শক্তিশালী করার। একটা কথা মাথায় রাখবেন, নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসবে ইডি-সিবিআই, কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং বিজেপি নেতাদের আসা-যাওয়া ততই বাড়বে। ওদের বিরুদ্ধে যত বেশি বলব আমাদের তত হেনস্থা করা হবে। এতে আপনারা দমে যাবেন না। আপনাদের সঙ্গে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। আগামী নির্বাচনে যাতে নন্দীগ্রাম তৃণমূলের হাতছাড়া না হয় সেজন্য এদিন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াও নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, নন্দীগ্রাম আমাদের পাস্ট চ্যাপ্টার। এরপরে কিন্তু একটা কথাও দল শুনবে না। লড়াইয়ের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করুন। কেউ কোনও অজুহাত শুনবে না। কর্মীদের হাতজোড় করে বলব, আর মাত্র তিন মাস বাকি। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণা করে দিতে পারে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান। এদিনের কর্মসূচিতে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো। দলের বর্ষীয়ান নেতা-কর্মীদের এদিন মঞ্চ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

■ বিজয়ামঞ্চে বক্তা সায়নী ঘোষ। রয়েছেন মানস ভুঁইয়া, বিপ্লব রায়চৌধুরি, বিধায়ক ও সভাধিপতি উত্তম বারিক, তিলক চক্রবর্তী, সৌমেন মহাপাত্র, সুকুমার দে প্রমুখ।

২০০ সক্রিয় পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

■ তৃণমূলের পতাকা তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, বিধায়ক পরেশ মুর্মু ও সুদীপ রাহা।

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : দ্বিতীয়বার নতুন ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে শুক্রবার দলের বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ নেতৃত্বদের সম্মান জানানোর কর্মসূচি নেন মোহনপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক মাইতি। বিজয়ামঞ্চে এদিন প্রায় ২০০ বিজেপির সক্রিয় সমর্থক পরিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, বিধায়ক পরেশ মুর্মু ও সুদীপ রাহা, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী মামণি মান্ডি।

উদ্ধার ৬০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি

প্রতিবেদন : কালীপুজোয় দূষণ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়েই সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মতলা থেকে ৬০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি-সহ মহম্মদ জিশান (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তপসিয়া এলাকার বাসিন্দা জিশান বিপুল পরিমাণ বাজি নিয়ে যাচ্ছিল আসানসোলে। তার আগেই ধর্মতলা বাস টার্মিনাসের কাছে মেয়ো মেয়ো রোডে অভিযান চালিয়ে তা উদ্ধার করে পুলিশ।

■ আলমবাজার নবজ্যোতি সংঘের শ্যামাপুজা উদ্বোধনে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ প্রমুখ।

■ বাঁকুড়ার মেজিয়ায় দুর্লভপুর শ্রমিক ভবনে কালীপুজোর উদ্বোধনে সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ চক্রবর্তী।

বিজেপি ও কুড়মি সমাজের নেতা-কর্মী এলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল ব্লকের কেশিয়াপাতা হাই স্কুলের কমিউনিটি হলে বিজয়া সম্মিলনীতে নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে প্রায় ৫৫০ জন কর্মী-সমর্থককে সংবর্ধনা জানানো হয়। সাঁকরাইল ব্লকে মোট ১০টি অঞ্চলের মধ্যে ৯টি অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হলেও খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিল বিজেপি ও কুড়মি সমাজের জোটের দখলে। সেই পঞ্চায়েতেরই ৯ সদস্যের মধ্যে কুড়মি সমাজের প্রধান সমীরণ নায়েক এবং ছোড়দা গ্রামের বিজেপি কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। ফলে পুরো খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে এল। তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৫। অন্যদিকে, সাঁকরাইল গ্রাম

সাঁকরাইল

পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর থেকে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য আরতি নায়েক-সহ ৫টি পরিবারের সদস্যরা তৃণমূলে যোগ দেন। একই সঙ্গে লাউদহ অঞ্চল থেকেও বিজেপির ১০ পরিবার যোগদান করে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। দলে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা চেয়ারম্যান বীরবাহা সরেন টুডু, রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা সহ-সভাধিপতি অঞ্জলি রায় দলই, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি মহাশিস মাহাত, ব্লক তৃণমূল সভাপতি কমলকান্ত রাউত, সহ-সভাপতি অনুপ মাহাত ও ধীমান মাহাত-সহ নেতৃত্ব। তৃণমূলে যোগ দিয়ে সমীরণ নায়েক বলেন, আড়াই বছর কাজ করতে পারিনি। আরও আড়াই বছর বাকি আছে। এই সময়ে মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন কাজ করতে চাই। তাই তৃণমূলে যোগ দিলাম।

■ নবাগতদের হাতে পতাকা দেওয়া হচ্ছে। রয়েছেন জেলা চেয়ারম্যান বীরবাহা সরেন টুডু, রাজ্য তৃণমূল সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত প্রমুখ।

জনজোয়ার, বিজয়ামঞ্চে ১২ সেরা পুজোকে সংবর্ধনা, সম্প্রীতির বার্তা

■ জনসমুদ্রে পরিণত বিজয়া সম্মিলনী। মঞ্চে বক্তা বিধায়ক জাকির হোসেন।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর বিধানসভা তৃণমূলের উদ্যোগে শনিবার রঘুনাথগঞ্জের ঐতিহাসিক ম্যাককিনজি ময়দানে হল বিজয়া সম্মিলনী। অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুর বিধানসভার নির্বাচিত ১২টি সেরা দুর্গাপুজো কমিটিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রত্যেক পুজো কমিটিকে দেওয়া হয় একটি শঙ্খ, ঘণ্টা, রুপোর স্মারক কয়েন, স্মারকলিপি ও আর্থিক সাহায্য। সংবর্ধনা জানান বিধায়ক ও মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান জাকির হোসেন। ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। বিধায়ক বলেন, এই বিজয়া সম্মিলনী আমাদের সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির প্রতিচ্ছবি। বিপুল জনসমাগম প্রমাণ করে যে মানুষ একসঙ্গে থাকতে চান, মিলেমিশে উৎসব উদযাপন করতে চান। এই ভালবাসা ও আস্থাই আমাদের শক্তি। এই জনসমর্থনই প্রমাণ করে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা ঐতিহাসিক জয় পাব।

জঙ্গিপুর

কানায় কানায় পূর্ণ মাঠে মানুষের ভিড়ে কার্যত পা ফেলার জায়গা ছিল না। ফলে পুজো কমিটিগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার মঞ্চ হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক ঐক্য, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

■ ধনতেরাস উপলক্ষে দিঘার জগন্নাথধামে বিমলা দেবী ও মহালক্ষ্মীর অভিষেক পর্ব হল শনিবার। রয়েছেন মন্দিরের পূজারি ও সেবায়েতগণ। এই অনুষ্ঠান দেখতে জগন্নাথধামে হাজির ছিলেন বহু ভক্ত।

দক্ষতা বাড়াতে দেওয়া হল স্মার্টফোনের টাকা

অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের বিশেষ আর্থিক সাহায্য রাজ্যের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার সকল অঙ্গনওয়াড়ি (আইসিডিএস) ও আশাকর্মীর জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় শনিবার। জেলার ৩,৫৯০ জন আইসিডিএস কর্মী এবং ১,৭৯৩ জন আশাকর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে জমা দেওয়া হয়, যা তাঁরা স্মার্টফোন ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ফ্রন্টলাইন কর্মীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে তাঁরা শিশুকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম আরও দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। জলপাইগুড়ি জেলার সব কর্মীর ক্ষেত্রে এই সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, আইসিডিএস এবং আশাকর্মীরা আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ তাদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে এবং সরকারি প্রকল্পের সেবা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, স্মার্টফোনের মাধ্যমে এই কর্মীরা আগামী দিনে ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্টিংয়ে আরও সক্ষম হবেন, সরকারি দপ্তরে ত্রুটিমুক্ত ও দ্রুত তথ্য পৌঁছবে, স্বাস্থ্য ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত পরিষেবার মান উন্নত হবে, এবং দূরবর্তী বা প্রত্যন্ত এলাকার শিশু ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের তদারকি আরও কার্যকর হবে। এছাড়া, অনলাইন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য এবং সামাজিক সেবা প্রকল্পের আপডেটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও তারা দ্রুত গ্রহণ করতে পারবেন।

দুর্যোগে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য মন্ত্রী বুলুর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরের বন্যাদুর্গত পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। নাগরাকাটা ব্লকের কালীখোলায় ভয়াবহ বন্যায় প্রাণ হারানো তাসিমা খাতুনের পরিবারের হাতে শনিবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক। মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ আমি কালীখোলায় এসেছি। কিছুদিন আগে এই এলাকার এক মা তাসিমা খাতুন বন্যার জলে প্রাণ হারিয়েছেন। অর্থ কখনই জীবনের বিকল্প হতে পারে না, কিন্তু এই সাহায্য পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক প্রচেষ্টা। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার শুরু থেকেই দুর্গত মানুষের পাশে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ঘর মেরামত, ও জীবিকা পুনরুদ্ধারের কাজে জেলা প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকেও অংশ নেন মন্ত্রী। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নাগরাকাটা সহ জলপাইগুড়ি জেলার অন্য এলাকারও ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে ধাপে ধাপে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।

মাদ্রাসা পড়ুয়াদের সিপিআর প্রশিক্ষণ

■ কীভাবে সিপিআর দেখানো হচ্ছে মডেলে।

সংবাদদাতা, মালদহ : এক অভিনব উদ্যোগের সাক্ষী থাকল শুক্রবাড়ি এ কে হাই মাদ্রাসা। জেলা শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে ও স্বাস্থ্য দফতরের সহযোগিতায় শনিবার আয়োজিত হয় হৃদরোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। রাজ্যে হাইমাদ্রাসাস্তরে এটাই প্রথম এমন আয়োজন। কর্মসূচিতে অংশ নেয় শুক্রবাড়ি ও জগন্নাথপুরের পাঁচটি হাইমাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী। স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকেরা মানব পুতুলের সাহায্যে হাতেকলমে শেখান সিপিআর পদ্ধতি, কেউ হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়লে কীভাবে বুকের মাঝখানে ছন্দময় চাপ দিতে হবে, কত দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে ইত্যাদি। ছিলেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, বাণীব্রত দাস, মাসুদ করিম আনসারি, অমিতাভ মণ্ডল, শৌভিক দাস, সুদীপ কুণ্ডু প্রমুখ।

দীপাবলি ও কালীপুজোয় নির্দেশিকা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষে নির্দেশিকা জারি করল ট্রাফিক বিভাগ। পথদুর্ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের। বিভিন্ন রুটে বদল ও নো এন্ট্রির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও দীপাবলীর সময় হেলমেট-বিহীন গাড়িগুলিকে ও মদ্যপান করে গাড়ি চালালে বিশেষভাবে কড়া নজরদারি থাকবে পুলিশি তরফে। পুজোর সময় বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পুজো সম্পন্ন করতে প্রস্তুত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। এ বিষয় ট্রাফিক ডিসিপি কাজি শামসুদ্দিন আহমেদ জানান, পুজোর সময় অনেকেই ট্রাফিক আইন মানেন না। অনেকেই হেলমেট না পরেই মোটরবাইক চালান। তার ফলেই ঘটে যায় নানান পথদুর্ঘটনা। তাই কালীপুজো ও দীপাবলির মরশুমে আরও সতর্কভাবে নিয়মে কড়াকড়ি হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। এছাড়াও পুজোর সময় নাবালকদের গাড়ি না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ডিসিপি ট্রাফিক।

স্বদেশি গ্রিন দীপাবলির বার্তা নিয়ে পথে

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বর্তমানে বাজারে ছড়িয়ে রয়েছে শব্দবাজি ও চাইনিজ লাইটের ছড়াছড়ি। এই আধুনিকতার দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সনাতন ঐতিহ্য। একসময় দীপাবলি মানেই ছিল ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোর উৎসব উদযাপন। কিন্তু এখন সেই স্থান দখল করে নিয়েছে বাজারচলতি বৈদ্যুতিক লাইট ও উচ্চশব্দের বাজি। এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধেই পরিবেশবান্ধব বার্তা ছড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। তাদের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় 'স্বদেশি গ্রিন দীপাবলি' কর্মসূচি। শনিবার সকালে বাজারচত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। হাতে ছিল মাটির প্রদীপ, অংশ নেন ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ।

উদ্ধার দুর্লভ রক্তপ্রবাল সাপ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অত্যন্ত বিরল প্রজাতির এক সাপ উদ্ধার হল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। শনিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের রথেরহাট এলাকার বাসিন্দা জয় দেব সরকারের বাড়ি থেকে সাপটি উদ্ধার করেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় জানান, সাপটির ইংরেজি নাম Red Coral Kukri Snake, বাংলায় পরিচিত 'রক্তপ্রবাল' নামে। এই প্রজাতির সাপ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। নন্দুর কথায়, এই সাপ সাধারণত কোথাও দেখা যায় না। অতীতে নেপালে একবার দেখা গিয়েছিল বলে জানা যায়, পরে উত্তর প্রদেশে একবার পাওয়া গিয়েছিল। এবার প্রথমবার জলপাইগুড়িতে এর দেখা মিলল। তিনি আরও বলেন, এই সাপটির বিষ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে এটির বিরলতার কারণে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। আমরা বন দফতরের হাতে নিরাপদে সাপটিকে তুলে দিয়েছি। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় চলা ভয়াবহ বন্যার কারণে বহু বন্যপ্রাণী ও সরীসৃপ প্রজাতি তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান হারাচ্ছে। সেই কারণেই সম্ভবত এই সাপ বসতি এলাকায় চলে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নন্দু জানান, বন দফতরের সহযোগিতায় সাপটিকে ভবিষ্যতে নিরাপদ পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমরা চাই, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকুক। এই বিরল প্রজাতিগুলির সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

ওড়িশায় রাস্তাতে ধর্ষণ

(প্রথম পাতার পর)

রিপোর্টেও যৌন নির্যাতনের প্রমাণ স্পষ্ট।

খবর পেয়ে পুলিশে এসে স্বতঃপ্রণোদিত যৌনহেনস্থার মামলা রুজু করে তদন্ত নামে। সিসিটিভি ফুটেজ-সহ বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে এই ঘটনার নেপথ্যে সক্রিয় 'সেক্স র্যা কেট'-এর সন্ধান পায় পুলিশ। ভুবনেশ্বর পুলিশের ডিসিপি জগমোহন মীনা জানান, সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার লক্ষ্মীসাগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দেহ-ব্যবসা চক্রের পাণ্ডা দুই মহিলা-সহ তিন তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। তরুণীদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। জানা গিয়েছে, ওই দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই ভুবনেশ্বরে দেহব্যবসার কারবার চালাতেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানি করা হত দরিদ্র নাবালিকা মেয়েদের। ঝাড়খণ্ডের নির্যাতিতা কিশোরীকেও সেখানে দেহব্যবসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানে ভুবনেশ্বরের বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে তার চিকিৎসা চলছে। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কিশোরীর মানসিক অবস্থাও উদ্বেগের। ধর্ষণের পর তাকে জোর করে গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়ানো হয়েছে। যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর মামলায় ধৃতদের উপর হামলার চেষ্টা হয়েছিল তিনদিন আগে। সেই ঘটনায় এবার জুবিনের বেশ কয়েকজন অনুরাগীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, অসমের বক্সা জেলার ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ন'জন গ্রেফতার

দিল্লিতে সাংসদদের আবাসনে আগুন

দমকলের দেরি নিয়ে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রাজধানী দিল্লিতে সাংসদদের আবাসনে। দিল্লির ড. বিশ্বম্ভর দাস মার্গে অবস্থিত বহুতল ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টসে শনিবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই আবাসনটি উদ্বোধন করেছিলেন। এই ভবনটিতে এখন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুব্রত বক্সি, মমতাবালা ঠাকুর, সাকেত গোখেল সহ বেশ কয়েকজন রাজ্যসভার সাংসদ থাকেন এবং এটি সংসদ ভবন থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত। উল্লেখ্য, সাউথ অ্যাভিনিউ-তে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দফতরে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলতে থাকায় পার্টির অস্থায়ী দফতর এখন ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টসে। বহুতলটির ওপরের তলায় আগুন লাগে, যা আবাসিকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ১৪টি দমকলের ইঞ্জিন, যার মধ্যে উঁচু ভবনের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ সরঞ্জাম ছিল। দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের এডিও জানান, দুপুর ১টা ২২ মিনিটে তাঁরা এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পান। তিনি নিশ্চিত করেন যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করতে কাজ এখনও চলবে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ক্ষয়ক্ষতি মূলত নিচতলার পাশাপাশি উপরের তলাগুলিতেও বাইরে থেকে হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে, এই ঘটনায় দমকলের দেরিতে পৌঁছানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন যে, আগুন লাগার ৩০ মিনিট পরেও ঘটনাস্থলে কোনও দমকলের ইঞ্জিন ছিল না। তিনি দিল্লির বিজেপি সরকারের উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন। এদিকে, অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও উঠে এসেছে। তৃতীয় তলার এক বাসিন্দা সংবাদসংস্থাকে জানান, তাঁর স্ত্রী ও এক শিশু দগ্ধ হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মেয়ের বিয়ে এবং বিয়ের জন্য কেনা সমস্ত গহনা, সোনা ও পোশাক আগুনের কারণে বাড়ির ভেতরে আটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় এবং পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট

ভুয়ো ডাক্তার, ভুল চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুতে চাঞ্চল্য

ভোপাল: ভুয়ো ডাক্তার আর ভুল চিকিৎসার জেরে প্রাণ যাচ্ছে শিশুদের। ডবল ইঞ্জিনের মধ্যপ্রদেশে এই দুর্দশার ছবি বিশেষত গ্রামাঞ্চলে যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে। হেলদোল নেই রাজ্য প্রশাসনের। যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে ভুয়ো ডাক্তারদের ডিসপেনসরি। সাধারণ মানুষ বহু দূরের হাসপাতালে যাওয়ার ঝক্কি সামলাতে বাধ্য হয়ে সেইসব হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এরকম ভুয়ো চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসার জেরে এবার প্রাণ গেল দুটি শিশুর। এই দুই ঘটনার পরেও টনক নড়েনি মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের। স্বাস্থ্য দফতর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিকারিকরাই কোয়াক বা অপ্রশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকদের অনুসন্ধান শুরু করার বার্তা দিচ্ছেন।

সম্প্রতি দুটি পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুটি শিশুর। তার মধ্যে একটি সদ্যোজাত। ছাতারপুরে মাত্র ২০ দিনের একটি শিশুর হঠাৎই জ্বর আসে। কাছাকাছি এক কোয়াক চিকিৎসকের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ খাওয়ার পরই শিশুটির অবস্থার অবনতি হয়। তখন তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার একটি মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল

বিজেপির মধ্যপ্রদেশ

হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে শিশুটির কাকা তার মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি।

সাম্প্রতিক অন্য ঘটনাটি খান্ডোয়া জেলার। একটি দেড় বছরের শিশু পেটে ব্যথা নিয়ে স্থানীয় একটি ডাক্তারখানায় যায় পরিবারের সঙ্গে। সেখানে চিকিৎসক তাকে ইঞ্জেকশন দেন। একটি ইঞ্জেকশনে পাঁচটি ওষুধ মিশিয়ে ইঞ্জেকশনটি দেওয়া হয়। এরপরই শিশুটি একেবারে নেতিয়ে যায়। পরিবারের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

জানা গিয়েছে, খান্ডোয়ার ভুল ওষুধ দেওয়ায় অভিযুক্ত চিকিৎসক ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পড়া অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসেন। পরে গান্ডোয়া এলাকায় একটি দোকান খুলে চিকিৎসা শুরু করেন। আশ্চর্যজনকভাবে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে কোনও তথ্যই ছিল না, এই ধরনের একজন ডাক্তারের বেআইনিভাবে চিকিৎসা করা নিয়ে। একই পরিস্থিতি ছাতারপুরেও। ২০ দিনের শিশুটির ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হওয়ার পরে এখন স্বাস্থ্য অধিকারিকের সাফাই, সরকারিভাবে খতিয়ে দেখা হবে রাজ্যে কতজন এভাবে ভুয়ো চিকিৎসক হয়েও ডাক্তারি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমেরিকার শুল্কনীতির জেরে কর্মহীন ভারতের ৬ লক্ষ পোশাক শ্রমিক

নয়াদিল্লি: মার্কিন শুল্কের ফাঁসে ক্ষতির মুখে ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনীতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর ভারতের একাধিক শিল্প ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। তার মধ্যে হিরে-সহ গয়না শিল্প যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পোশাক শিল্পও। এতদিন মার্কিন বহু ব্র্যান্ডের পোশাক ভারতে তৈরি হয়ে আমেরিকায় গিয়ে শুধুমাত্র লোগো লাগিয়ে আবার ভারতে এসে বিক্রি করে মুনাফা লুটত মার্কিন পোশাক বিক্রেতারা। তবে তাতে পরোক্ষভাবে দক্ষিণ ভারতের একাধিক শহরের বহু ছোটবড় কারখানা ও পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, কর্মী, মালিকদের স্থায়ী রোজগারের দিশা মিলত। এই ছবিটাই বদলে গিয়েছে মাত্র দেড় মাসে। তামিলনাড়ুর তিরুপুরের মতো শহরে পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ৬ লক্ষ কর্মী কাজ হারিয়েছেন ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধাক্কায়। কাজ হারিয়ে দেওয়ালির মুখে পরিযায়ী শ্রমিকরা এখন বাধ্য হয়ে ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের রাজ্যে।

তামিলনাড়ুর তিরুপুর পুরোপুরিভাবে পোশাক তৈরির হাব। এখানে তৈরি পোশাক ওয়ালমার্ট, টার্গেট থেকে হফম্যানের মতো নামী ব্র্যান্ডের কাছে বিক্রি হয়। ফলে কর্মীদের এখানে রোজগার হয় ডলারে। যে কারণে এই শহরকে ডলারের শহর বলেও অভিহিত করা হয়। শহরের বছরে সর্বমোট রোজগার আনুমানিক ৩২ হাজার কোটি। গত অগাস্টে ট্রাম্প ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর গোটা ছবিটাই এখন বদলে গিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের এই শহরে উৎপাদন কমে গিয়েছে ২৫ শতাংশ। তিরুপুরে পোশাক শিল্পে কাজ করতে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরাও যোগ দেন। তবে স্থানীয় বা পরিযায়ী, কোনও শ্রমিকের সঙ্গেই কোনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় না। কার্যত অসংগঠিত শ্রমিক হিসাবেই তাঁরা কাজ করেন। তবু তাতে মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা রোজগার হত শ্রমিকদের। কিন্তু মার্কিন শুল্ক আরোপ হওয়ার পরে মালিকপক্ষ একধাক্কায় কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে কমেছে মজুরিও। তাঁদের দাবি, এভাবে ব্যয় সংকোচন না করলে তাঁরা ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবেন না। অন্যদিকে প্রতিটি পোশাকে কাজের উপর রোজগার করতেন শ্রমিকরা। কাজের সময় কমিয়ে দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রোজগারও কমেছে। গত দেড়মাসে ২০ হাজার টাকার রোজগার কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। কর্মসংস্থানের বেহাল পরিস্থিতিতে আর্থিক চাপ নিয়েও বহু শ্রমিক এখনও কাজে টিকে রয়েছেন। তারপরেও দুরবস্থা প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের। যাদের কোনও নোটিশ না দিয়েই কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মালিকপক্ষ দাবি করছে, কর্মীছাঁটাই না করলে এই পরিস্থিতিতে লাভ তো দূরের কথা, ব্যবসা টিকিয়ে রাখা দায় হবে। এমনকী তাঁরা পরিকল্পনা করেছে ফেলেছেন, আমেরিকায় রফতানির জন্য যে পোশাক তাঁরা বানাতেন, সেই পোশাকের পরিমাণ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেবেন। তবেই কোম্পানিগুলির আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যাবে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে শ্রমিকরা আচমকাই কাজ হারালেন, তাঁরা সেই মূল্যের তো বটেই, ন্যূনতম মজুরির কাজও পাচ্ছেন না। পোশাক শিল্প তো দূরের কথা, তাঁদের রাজমিস্ত্রির কাজ করতে হচ্ছে। এক-একটি ইউনিটে একসঙ্গে ৬০ জন করে শ্রমিকেরও কাজ গিয়েছে এই পরিস্থিতিতে। এই পরিস্থিতিতে সরকার শ্রমিকদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, অভিযোগ শ্রমিকদের। এমনকী মালিক পক্ষও অভিযোগের আঙুল তুলছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দিকে। প্রায় দেড় মাস ধরে লাগাতার অস্তিত্ব সংকট কাটাতে চাওয়া শিল্পের জন্য এখনও কোনও ভাবনাচিন্তা করে উঠতে পারেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

ফৌজদারি আইন হয়রানির হাতিয়ার হতে পারে না: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য উপাদানের ভিত্তিতে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানি করার হাতিয়ার হিসেবে ফৌজদারি আইনকে ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না। শুক্রবার এই কড়া মন্তব্য করে উত্তরপ্রদেশের স্যাম হিগিনবটম ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচার, টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর উপাচার্য রাজেন্দ্রবিহারী লাল এবং অন্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। খ্রিস্টান ধর্মে বেআইনি ধর্মান্তরের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এই মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছিল। বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের একটি বেঞ্চ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং উত্তরপ্রদেশ ধর্ম পরিবর্তন নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০২১-এর

ধর্মান্তর মামলায় উত্তরপ্রদেশের পাঁচ এফআইআর খারিজ

বিভিন্ন ধারায় নথিভুক্ত মোট পাঁচটি এফআইআর বাতিল করেন। একটি এফআইআর-এর বিষয়ে আদালত বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে এটি এপ্রিল ২০২২ সালে ফতেহপুরে কথিত গণ-ধর্মান্তরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক ভিএইচপি নেতার প্ররোচনায় দায়ের করা হয়েছিল। এফআইআর খারিজ করার সময় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি পারদিওয়ালা বেঞ্চের পক্ষে রায় লিখে জানান, আইন সংশোধনের পূর্বের ৪ ধারা অনুসারে, অভিযোগ কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে দায়ের করা যেতে পারে। আদালত আরও বলে যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বা সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ফৌজদারি প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দিলে তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষিত ক্ষেত্রে অননুমোদিত অনুপ্রবেশ বলে গণ্য হবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা-মোকদ্দমার পথ খুলে দেবে। এর ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তার বিষয়টি দুর্বল হয়ে যাবে। বেঞ্চ স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ১৯৭৭ সালের 'রেভ. স্টানিসলাস বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছিল যে ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারা ধর্ম প্রচারের অধিকার সুরক্ষিত হলেও তা বলপূর্বক বা প্রতারণামূলক ধর্মান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। তাই, কে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে তার উপর বিধিবদ্ধ আইনি সীমাবদ্ধতা সেই ভারসাম্য রক্ষা করে, যা একদিকে বেআইনি ধর্মান্তরের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের প্রকৃত অভিযোগের প্রতিকার নিশ্চিত করে, অন্যদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষক সেজে আসা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারা ফৌজদারি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ও অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন, মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের সঙ্গে সংঘাতের আবহে এবার পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগানদের দেশ ছাড়তে বলল শাহবাজ শরিফ সরকার। এই বিষয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সমাজমাধ্যমে লেখেন, সুসম্পর্ক অতীত

পাকসেনার পর্যুদস্ত হাল নিয়ে অতীত টেনে চরম কটাক্ষ করল আফগানরা

কাবুল : গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের মধ্যে দফায় দফায় সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে। দুই দেশের তরফেই ক্ষয়ক্ষতির দাবি করা হয়েছে। ভারতের সুরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সীমান্ত সংঘর্ষ চলাকালীন এবার তালিব যোদ্ধাদের বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেই সব ছবি এবং ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, দখল করা পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক নিয়ে কুচকাওয়াজ করছেন তালিব যোদ্ধারা। সেইসাথে পাকসেনার দুরবস্থার ছবি তুলে ধরে পাকিস্তানি সেনাদের প্যান্ট ঝুলিয়ে প্রদর্শন করতে দেখা যায় আফগান

তালিবদের। আফগান সেনার দাবি, প্যান্টগুলি সীমান্ত থেকে পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের। ওই ছবি, ভিডিয়োগুলির সঙ্গে আরও একটি জিনিস দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। তা হল ‘৯৩০০০’ হ্যাশট্যাগ। হ্যাশট্যাগটি বিভিন্ন সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ট্রেন্ড হয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে, পাকসেনাকে উপহাস করে ভাইরাল হওয়া ‘৯৩০০০’ হ্যাশট্যাগটির নেপথ্যে যে ইতিহাস, তার সঙ্গে যোগ রয়েছে ভারতের। ১৯৭১ সালে ভারতের কাছে পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের স্মৃতিকে উসকে দিতেই এটি তৈরি করা হয়েছে বলে অনুমান অনেকের। ঘটনা হল, ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত সামরিক মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি। ১৩ দিনের অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে ৯৩ হাজার পাক সেনা। জন্ম হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের। এখন তালিব যোদ্ধাদের পাকিস্তানি সেনার প্যান্ট উড়িয়ে উল্লাস করার ছবি এবং হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাকে চরম বিদ্রুপ করল আফগানিস্তান।

কেন্দ্রের তুঘলকি ফরমান, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

(প্রথম পাতার পর)

ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল জিটিএ। সেই সময় ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা মিলে স্থির করেছিল পাহাড়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের রূপরেখা। মমতার বক্তব্য, রাজ্যের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় গত এক দশকে পাহাড়ে শান্তি ফিরে এসেছে, এখন সেই ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

চিঠির শেষে প্রধানমন্ত্রীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রকৃত সহমর্মিতা ও ফেডারেল চেতনা রক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

রাজ্য সরকারের মতে, গোর্খাল্যান্ড প্রশ্নে স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট—এক দশকের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেন নতুন করে কোনও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ব্যাহত না হয়।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, জানতে পেরে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত যে, ভারত সরকার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক পঙ্কজকুমার সিংহকে গোর্খা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেছে। এই নিয়োগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ ছাড়াই করা হয়েছে, অথচ বিষয়টি সরাসরি রাজ্যের শাসন, শান্তি এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ গঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের ১৮ জুলাই দার্জিলিংয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে— যেখানে স্বাক্ষর করেছিল কেন্দ্র, রাজ্য ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম)। তিনি লেখেন, জিটিএ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও ভাষাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং গোর্খা জনগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয় রক্ষা করা। সেই সঙ্গে পাহাড়ে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১১ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিক ও সচেতন প্রচেষ্টার ফলে দার্জিলিং পাহাড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সেই শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চিঠির শেষাংশে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, গোর্খা সম্প্রদায় বা জিটিএ অঞ্চলের বিষয়ে যে কোনও উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই গ্রহণ করা উচিত। এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত ওই সংবেদনশীল অঞ্চলের শান্তি ও ঐক্যের পরিপন্থী।” তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন, যেন অবিলম্বে পঙ্কজকুমার সিংহের নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করে প্রত্যাহার করা হয়।

চিঠির শেষে প্রধানমন্ত্রীকে দীপাবলির শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফের আতঙ্কের রেলযাত্রা, গরিবরথে আগুন!

নয়াদিল্লি: ফের আতঙ্কের রেলযাত্রা। দিল্লিগামী গরিবরথে শনিবার সাতসকালে আগুন। হুড়োহুড়িতে আহত হন একাধিক যাত্রী। লুধিয়ানা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ট্রেনটি পাঞ্জাবের সরহিন্দ স্টেশনের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই শর্ট সার্কিট থেকেই ১৯ নম্বর কামরায় আগুন লেগে যায়। লোকো পাইলট তৎপরতা দেখিয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন থামাতেই আতঙ্কিত যাত্রীরা লাইনে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়েন। আহত যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ট্রেনটি এদিন সকাল ৭.৩০ টায় সরহিন্দ স্টেশন ক্রস করেছিল। সেই সময় একজন যাত্রী ট্রেনের ১৯ নম্বর বগি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেন। দ্রুত আগুনের শিখা ছড়িয়ে

পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই রেল পুলিশ ও ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লেগেছে বলে জানা গেছে। একজন মহিলা গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। আরও বেশ কয়েকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে রেলের ছিনিমিনি খেলা কিংবা ট্রেন সফরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা যেন খুব চেনা একটা ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশে। গত কয়েক বছরে যেভাবে রেল দুর্ঘটনা বেড়েছে সেই নিয়ে কথা উঠলেই নীরব থাকেন নরেন্দ্র মোদি আর খুঁজে পাওয়া যায় না রেলমন্ত্রী অশ্বিনী যাদবকে। সংসদে আলাদা করে রেল বাজেট নেই। অথচ যাত্রীদের সুরক্ষা দেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে প্রতিদিন সিগনাল বা ট্র্যাকের কাজ চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে না ট্রেন। রেলের ভাড়া, প্ল্যাটফর্ম ফি বেড়েই চলেছে। কিন্তু ট্রেনযাত্রীদের দুর্ভোগ কিছুতেই কমছে না। এবার উৎসবের মরশুমেই আরও এক দুর্ঘটনা।

পাক হামলায় ৩ আফগান ক্রিকেটার-সহ নিহত ৮

(প্রথম পাতার পর)

আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি। তবে আপাতত আমেরিকা পরিচালনার ভার আমার উপর রয়েছে। এদিকে, পাক-হামলার প্রতিবাদে আফগান ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় ক্রিকেটারদের উপর কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। তিন ক্রিকেটার শহিদ হয়েছেন। এছাড়া আরও পাঁচজন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানে যে ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজ খেলার কথা ছিল, তাতে অংশ নেবে না আফগানিস্তান ক্রিকেট দল।

আফগানিস্তানের টি-২০ অধিনায়ক রশিদ খান ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, পাকিস্তানের হামলায় আফগান নাগরিকদের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। এই হামলায় মহিলা ও শিশু-সহ তিন ক্রিকেটারও প্রাণ হারিয়েছে। যারা একদিন দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখত। পাকিস্তানের এই কাজ বর্বরোচিত এবং অনৈতিক। আমি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। দেশের মর্যাদা সবার আগে। রশিদের মতো অন্যান্য আফগান ক্রিকেটাররাও শোকপ্রকাশ করে পাক হানার তীব্র নিন্দা করেছেন। এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আবার জানিয়েছে, আফগানিস্তান সরে দাঁড়ালেও, যথাসময়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ হবে।

ঢাকা বিমানবন্দরে আগুন, নামল সেনা

ঘটনায় জখম ২০

ঢাকা: শনিবার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা নামাতে হয়। বিমানবন্দরের ‘কার্গো’ এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে এদিন দুপুরে। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঢাকা বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’।

জানা গিয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটে নাগাদ আগুন লাগে ঢাকা বিমানবন্দরের ‘কার্গো’ এলাকায়। আগুন লাগার জায়গায় আমদানি পণ্য মজুত রাখা হয়। ফলে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিমানবন্দরে এদিন আগুনের তীব্রতা ছিল অনেকটাই বেশি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৩০টির বেশি দমকলের ইঞ্জিন। বিকেল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খায় দমকল। আগুন নেভানো ও উদ্ধারকাজে নামে বাংলাদেশের সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

১৪ অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন কবি জয়দেব চক্রবর্তী। ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। পাঠকদের উপহার দিয়েছেন আটটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, একটি ছোটগল্প সংকলন ও একটি স্মৃতি গদ্য

যন্ত্রণা থেকে সৌন্দর্যের উত্থান

যুদ্ধ আর বিভাজনের আগুনে পৃথিবী জ্বলছে, তখন লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের কলম মনে করিয়ে দেয়— শেষ থেকেই আসলে নতুন যাত্রা শুরুর। ২০২৫ সালের নোবেলজয়ী এই হাঙ্গেরিয়ান লেখক দেখিয়েছেন, সৌন্দর্য কেবল শান্তিতে নয়, ছাই-ভস্মে লুকিয়ে থাকে তার দীপ্তি। সাহিত্যই হতে পারে সেই আলো, যা পতনের অন্ধকারে মানবতাকে নতুন সৃষ্টির পথে ফেরায়। আলোচনায় **রিমা বাগ**

চারিদিকে শুধু মাটি পড়ে রইল, পাহাড়ের শান্ত নিস্তব্ধতা, আর রইল, বিপুল শূন্যতায় মরা পাতার চাদরে ঢেকে থাকা মাটি। এই মাটিই যেন জ্বলন্ত পৃথিবীর নিচে লুকিয়ে থাকা সব কিছুকে আড়াল করে রেখেছে। বিপুল সৌন্দর্যের মাঝেও যে ভাঙন, ধ্বংস হতে পারে তা হয়তো লাসলো ক্রাসনাহোরকাই-ই সবার আগে উপলব্ধি করেছিলেন। যেখানে পৃথিবী জ্বলছে, চলছে যুদ্ধ ও বিভাজনের উন্মাদনা, সেখানে শিল্পই একমাত্র, যা ভস্মের মধ্যে নতুন ফুল ফোটায়।

পুনরুজ্জীবন

২০২৫ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর মুহূর্তেই সমগ্র সাহিত্যজগতের নজর পড়ে এক ব্যক্তির দিকে— লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। নীরব অথচ প্রবল শক্তিসম্পন্ন এই লেখককে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ঘোষণায় বলেছে 'প্রলয়ের ভয়াবহতার মাঝেও শিল্পের শক্তিকে পুনরায় প্রমাণ করা এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্রষ্টা' হিসেবে।

তার রচনায় আমরা পাই ধ্বংস, অবক্ষয়, নৈতিক পতন— অথচ সেই অন্ধকারের মধ্যেই আলো খুঁজে পাওয়ার এক অদম্য প্রচেষ্টা। ক্রাসনাহোরকাই বিশ্বাস করেন, পৃথিবী পতনের পথে হলেও মানবমনের এক বিন্দু আলোকই তাকে টিকিয়ে রাখে। তাঁর লেখার দীর্ঘ বাক্যগঠন, চিন্তার প্রবাহ, আর গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে টেনে নিয়ে যায় এমন এক জগতে, যেখানে প্রশ্ন জাগে— কেন ধ্বংসও সুন্দর হতে পারে না?

সংঘর্ষ ও শিল্পের যাত্রা

লাসলোর সাহিত্যবোধের শিকড়ে রয়েছে তাঁর জীবনের প্রেক্ষাপট। ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির ছোট শহর গিউলায় জন্ম নেওয়া এই লেখক শৈশব থেকেই একাকিত্বে বেড়ে ওঠেন। প্রকৃতি ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, আর প্রশ্ন করা ছিল তাঁর সহজাত অভ্যাস। তাই তাঁর লেখায় বারবার উঠে আসে মধ্য ইউরোপের সমাজজীবনের পতন, মানুষের নৈতিক অবক্ষয় এবং সভ্যতার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা প্রায়ই বাস করে এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে প্রত্যাশা এক প্রহসন, নৈতিকতা বিলীন, আর বেঁচে থাকাই এক অবিশ্বাস্য সংগ্রাম। তাঁদের অস্তিত্ব যেন ক্রমশ প্রমাণ করে, মানুষ শুধু ধ্বংসের মুখোমুখি নয়— ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির সম্ভাবনা।

দার্শনিক উত্তরাধিকার

নোবেল কমিটি তাঁর লেখার রীতিকে মধ্য ইউরোপের কাব্যিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে যথাযথ কারণও রয়েছে, তাঁর লেখায় ফ্রাঞ্জ কাফকা, স্যামুয়েল বেকেট ও দস্তয়েভস্কি-র প্রভাব স্পষ্ট।

তাঁর গদ্যে দেখা যায় ইউরোপীয় ভাবনার সঙ্গে পূর্বের দর্শনের মেলবন্ধন— জাপানি বৌদ্ধ তত্ত্ব, চিনা দর্শন, এমনকী জৈনধর্মের অন্তর্নিহিত শান্তিও। তার পরাবাস্তব বর্ণনা ও অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধান রাজনীতি, ধর্ম ও মানবতার সীমারেখা মুছে এক সর্বজনীন প্রশ্ন তোলে। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন—

''আমি লিখি, কারণ নীরবতাকে সহ্য করতে পারি না।''

এই এক বাক্যেই স্পষ্ট, লেখালিখি তাঁর কাছে নিছক পেশা নয়, বরং অস্তিত্বের প্রতিবাদ।

লেখার জগৎ

লাসলোর গদ্য পরিচিত তাঁর 'প্রবাহী সিনট্যাক্স'-এর জন্য। তাঁর বাক্য কখনও কখনও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে চলে—বিরামচিহ্নহীন, অথচ গভীর সুরে গাঁথা। পাঠককে তিনি বাধ্য করেন পূর্ণ মনোযোগ দিতে, ভাবতে, ডুব দিতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট— 'পৃথিবীর সম্পূর্ণ চিত্রটি দেখানো।'

১৯৮৫ সালে তাঁর প্রথম সাহিত্য প্রকাশিত হয় 'স্যাটানটাঙ্গো'। এক ধ্বংসপ্রায় গ্রাম, যেখানে মানুষ প্রতারণা এবং অবিশ্বাসের মধ্যে এক চরম লড়াইয়ের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। যেখানে আশা বা প্রত্যাশা দুই এক প্রহসন। তবুও এক রহস্যময় প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নই তাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। এই প্রথম তিনি তাঁর লেখার মূল দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেলেন— 'ধ্বংসের মধ্যেই টিকে থাকার সৌন্দর্য'। পরবর্তীতে ১৯৯৪-এ পরিচালক বেলা তাঁর এই উপন্যাসটিকে একটি সাতঘণ্টা ব্যাপী কিংবদন্তি চলচ্চিত্রের রূপ দেয়।

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত দ্য মেল্যাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স বইটির প্রেক্ষাপট ছিল একে অস্থির শহর এবং তার একটি সার্কাসের উপরে। যেখানে দর্শক এবং সাধারণ মানুষের মূল জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এক তিমি। এবং এই তিমিকেই তুলে ধরা হয় তাদের বিপর্যয়ের কান্ডারি হিসেবে, যা সেখানেই দাঙ্গা এবং ফ্যাসিস্ট মনোভাবনার উত্থান করে।

লাসলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই ওয়ার এন্ড ওয়ার (১৯৯৯)। এক সরকারি কর্মচারীর গল্প যিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি মানবজীবনের মুক্তির একমাত্র পথ। এই কর্মচারী পাণ্ডুলিপিগুলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার এই দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা করতে থাকেন, তাতে মানুষের চিন্তা কখনওই মরে না যায়। তাঁর লেখাই দর্শনের এমন এক ধারণাকে স্পষ্ট করে যার অর্থ, লিখিত রূপই টিকে থাকে, শব্দই মুক্তির পথ।'

২০০৮-এর 'সিবো দেয়ার বিলো' (Seiobo There Below) উপন্যাসে তিনি শিল্পের প্রতি ভক্তি এবং ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন। কিয়োটোর কামো নদীর মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বকের দৃশ্যটি শিল্পী বা স্রষ্টার একাকী অবস্থানের এক কাব্যিক প্রতীক। তবে এখানে জাপানের এক ধর্মীয় দেবী সাইবো এবং চিনা-বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক রূপরেখাকেও তুলে ধরেছেন এই সাহিত্যে।

সম্মাননা

ক্রাসনাহোরকাই অসংখ্য সম্মান এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তবে ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ম্যান বুকার সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। তবে তাঁর ব্যারন ওয়েনকহাইমস হোমকামিং (২০১৬) লেখায় পোস্ট-কমিউনিস্ট হাঙ্গেরির দুর্নীতিকেও সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ করেন তিনি। এবং সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ ২০২৫-এর সাহিত্য নোবেল পুরস্কার যেন তাঁর ভাবনা-চিন্তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়, 'ধ্বংস ও সৌন্দর্য একে অপরের পরিপূরক, শিল্প এবং শব্দই মানবতার একমাত্র আশ্রয়' আবারও প্রমাণ করে এই পুরস্কার।

যন্ত্রণা ও সৌন্দর্য

আজ পৃথিবী জ্বলছে যুদ্ধ, বিভাজন ও মিথ্যার আগুনে। সভ্যতা ক্লান্ত, মানুষ অবসন্ন। এমন সময়ে লাসলো ক্রাসনাহোরকাই আমাদের মনে করিয়ে দেন—

'সবকিছু ভেঙে গেলেও শিল্প কখনও শেষ হয় না।'

এই এক বাক্যে যেন বর্তমান পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে আশার বাণী— যে ধ্বংসের মধ্যেও সৃষ্টি আছে, যে অন্ধকারের ভেতরেও আলো জ্বলে, এবং যে শব্দই শেষ পর্যন্ত মানবতার একমাত্র আশ্রয়।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 October, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

সুলতান জোহর কাপ হকির ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-২ গোলে হার ভারতের

রিঙ্কুর সেঞ্চুরি

কানপুর : লাল বলের ক্রিকেটেও জাত চেনাচ্ছেন রিঙ্কু সিং। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২৭৩ বলে অপরাজিত ১৬৫ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন বাঁ হাতি ব্যাটার। তাঁর দুরন্ত সেঞ্চুরির সুবাদে উত্তরপ্রদেশ ৮ উইকেটে ৪৭১ রান তোলার পর ম্যাচ ড্র হয়। এর আগে প্রথমে ব্যাট করে অন্ধ্রপ্রদেশ ৪৭০ রানে অল আউট হয়েছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রিঙ্কুর এটি আট নম্বর সেঞ্চুরি। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কমপক্ষে পঞ্চাশটি ইনিংস খেলা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড (৫৭.৩৯) এখন রিঙ্কুর দখলে।

পাক টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার, তোপ রশিদদের

কাবুল, ১৮ অক্টোবর : পাকিস্তানের হামলায় নিহত তিন আফগান ক্রিকেটার। এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী নভেম্বরের ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াল আফগানিস্তান। পাকিস্তানের মাটিতে আয়োজিত ওই সিরিজে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার কথা ছিল আফগানদের। কিন্তু শুক্রবার রাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাক যুদ্ধ বিমানের হামলায় তিন ক্রিকেটার-সহ মোট দশজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত তিন ক্রিকেটারের নাম কবীর আঘা, শিবঘাতুল্লা ও হারুন।

আফগান ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলায় ক্রিকেটারদের উপর কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। তিন ক্রিকেটার শহিদ হয়েছেন। এছাড়া আরও পাঁচজন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানে যে ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজ খেলার কথা ছিল, তাতে অংশ নেবে না আফগানিস্তান ক্রিকেট দল।

আফগানিস্তানের টি-২০ অধিনায়ক রশিদ খান ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, পাকিস্তানের হামলায় আফগান নাগরিকদের মৃত্যুতে আমি শোকাহত। এই হামলায় মহিলা ও শিশু-সহ তিন ক্রিকেটারও প্রাণ হারিয়েছে। যারা একদিন দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখত। পাকিস্তানের এই বর্বরোচিত এবং অনৈতিক। আমি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। দেশের মর্যাদা সবার আগে। রশিদের মতো অন্যান্য আফগান ক্রিকেটাররাও শোকপ্রকাশ করে পাক হানার তীব্র নিন্দা করেছেন। এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আবার জানিয়েছে, আফগানিস্তান সরে দাঁড়ালেও, যথাসময়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ হবে।

রশিদ আবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলের বায়ো থেকে লাহোর কলান্দার্সের লোগো সরিয়ে ফেলেছেন। পাকিস্তান সুপার লিগে এই দলের হয়েই খেলেন আফগান স্পিনার। ফলে ভবিষ্যতে তিনি আর পিএসএলে খেলবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে।

রো-কো'র ব্যাটে রান চান না মার্শ

পারথ, ১৮ অক্টোবর : আসন্ন একদিনের সিরিজে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ব্যাটে রান দেখতে চান না মিচেল মার্শ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর এই সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন দুই ভারতীয় তারকা। রবিবার পারথে প্রথম ম্যাচ। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ।

মার্শ বলেছেন, বিরাট ও রোহিত ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ওদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিরাট তো সাদা বলের ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা রান চেজার। ওদের দু'জনকে দেখার জন্য মাঠে লোকে ভিড় করবে। সেটা টিকিট বিক্রি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাঁর সংযোজন, অস্ট্রেলিয়ায় এটাই হয়তো ওদের শেষ সিরিজ। আশা করব, ওরা এই সফরটা দারুণ উপভোগ করবে। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও ওদের খেলা উপভোগ করবে। তবে ওদের ব্যাট থেকে খুব বেশি রান আমি অন্তত দেখতে চাইব না। তবে দুই গ্রেটকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষবার খেলতে দেখা অবশ্যই উপভোগ করব। এদিকে, মাঠে বল গড়ানোর আগেই একটি অস্ট্রেলীয় টিভি চ্যানেলের বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ওই বিজ্ঞাপনে এশিয়া কাপে পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয়দের হাত না মেলানো নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছিল। যাতে অংশ নিয়েছিলেন মিচেল মার্শ, অ্যালিসা হিলি-সহ একঝাঁক পুরুষ ও মহিলা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার। পরে সমালোচনা শুরু হতেই বিজ্ঞাপনের ভিডিওটি মুছে দেওয়া হয়েছিল। মার্শ অবশ্য বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, আমি ওই বিজ্ঞাপন দেখিনি। জানি না কী ঘটেছে। তাই কোনও মন্তব্য করব না।

জ্যোতির ব্রোঞ্জ

নানজিং : চিনে আয়োজিত তিরন্দাজ বিশ্বকাপ ফাইনালে মেয়েদের কম্পাউন্ড বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের জ্যোতি সুরেখা ভেনম। শনিবার ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে ভারতীয় তিরন্দাজের প্রতিপক্ষ ছিলেন বিশ্বের দু'নম্বর গ্রেট ব্রিটেনের এলা গিবসন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ১৫০-১৪৫ স্কোরে ম্যাচ জিতে নেন জ্যোতি। তিনি ১৫ বারই পারফেক্ট টেন স্কোর করেছেন। প্রসঙ্গত, এটি ছিল জ্যোতির তৃতীয় বিশ্বকাপ ফাইনাল। এর আগের দু'বারই তিনি প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন।

দ্বিমত হত দ্রাবিড়ের সঙ্গে : আগারকর

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর : তিনি প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত-বিরাটের টেস্ট অবসর, শুভমন গিলের টেস্ট এবং ওয়ান ডে অধিনায়ক হওয়া, মহম্মদ শামির বাদ পড়া ইত্যাদি। প্রতিবারই বিতর্কে জড়িয়েছেন অজিত আগারকর।

বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আগারকরের রসায়ন যে বেশ ভাল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে রাহুল দ্রাবিড় টিম ইন্ডিয়ার কোচ থাকাকালীন, প্রায়ই মতানৈক্য হত। স্বীকার করেছেন খোদ আগারকর। তাঁর বক্তব্য, রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকাকালীন আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার মতানৈক্য হয়েছে। ও আমার খুব

ভাল বন্ধু। কিন্তু প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে আমরা একমত হতে পারতাম না। তাই বলে আমাদের মধ্যে কোনও ঝগড়া হত না। সবটাই ছিল দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। আমি বা রাহুল দু'জনেই চাইতাম, দলের যাতে ভাল হয়।

আগারকর আরও বলেছেন, দল কেমন হবে, সেটা কোচের সঙ্গে বসেই ঠিক করতে হয়। আগে রাহুল ছিল। এখন গম্ভীর রয়েছে। এমনকী, অধিনায়কদের সঙ্গেও কথা বলতে হয়। নির্বাচকদের কাজ হল সেরা ১৫ বেছে দেওয়া। যাতে কোচ এবং অধিনায়কের কাজটা সহজ হয়। তাই দল নির্বাচনের সময় কোচ ও অধিনায়কের সঙ্গে নির্বাচকদের কথা বলতেই হয়।

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ

কলম্বো, ১৮ অক্টোবর : বৃষ্টি যেন তাড়া করেছে কলম্বোকে। চলতি মেয়েদের বিশ্বকাপে শনিবার নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্যাচও বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেল। প্রথমে ব্যাট করে ২৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৯২ রান তুলেছিল পাকিস্তান। এর পরেই বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় ম্যাচ। এই ম্যাচ ভেস্তে যাওয়াতে নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালে ওঠার পথ আরও কঠিন হল। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। কিছুটা হলেও সুবিধে হল ভারতের। রবিবার অবশ্য ভারত মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়ার। এই ম্যাচ হরমনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নেতৃত্ব হারাতেই পারি : সূর্য

মুম্বই, ১৮ অক্টোবর : সূর্যকুমার যাদবের আক্ষেপ, ওয়ান ডে ক্রিকেটে ভাল খেলতে পারলে সেই ফরম্যাটেও নেতৃত্ব দিতে পারতেন। আবার শুভমন গিলের কাছে টি-২০ দলের নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কাও করছেন তিনি।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর অধিনায়ক করা হয় শুভমনকে। ভারতীয় ওয়ান ডে দলের নেতৃত্বভারও নির্বাচকরা তুলে দিয়েছেন তরুণ ব্যাটারের কাঁধে। রবিবারের পারথ থেকে শুভমনের নতুন পরীক্ষা শুরু। সব কিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ বিশ্বকাপে ভারত অধিনায়ক হিসেবে গিলই টস করতে যাবেন। এক পডকাস্টে নিজের অধিনায়কত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন সূর্য। তিনি বলেছেন, যদি আমি ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ভাল খেলতাম, তাহলে সেই দলেরও অধিনায়ক হতে পারতাম। এটা নিয়ে এখন ভাবি। আগে ভাবতাম না, কারণ সেই ফরম্যাটে আরও ৩০ ওভার লম্বা সময় ধরে খেলতে হয়। ওয়ান ডে-তেও বলের রং সাদা, জার্সিও এক। তবে এখন আমি ওয়ান ডে দলে ঢোকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। নিজের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেব। ওয়ান ডে-তে নিয়মিত খেলা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন।

শুভমনের সঙ্গে যে তাঁর দারুণ সম্পর্ক, তাও খোলসা করেছেন সূর্য। একইসঙ্গে ভয়ের কথাও শুনিয়েছেন ভারতের টি-২০ ক্যাপ্টেন। তাঁর কথায়, শুভমনের জন্য আমি খুবই খুশি যে, সে দুই ফরম্যাটেই অধিনায়ক হয়েছে। আমি মিথ্যা (নেতৃত্ব হারানোর ভয়) বলব না, সবাই এই ভয়টা করে। আবার এই ভয়ই অনুপ্রাণিত করে। আমার ও ওর (শুভমন) মধ্যে দারুণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মাঠে এবং মাঠের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই। এটাই রসায়ন আমাদের দু'জনকেই ভাল খেলতে অনুপ্রাণিত করে।

তনভির নজির

গুয়াহাটি : সাইনা নেহওয়াল ও অপর্ণা পোপটের পর তৃতীয় ভারতীয় মহিলা শাটলার হিসাবে যুব বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে নজির গড়লেন তনভি শর্মা। ১৬ বছরের তনভি, গতকাল সেমিফাইনালে উঠেই পদক নিশ্চিত করেছিলেন। শনিবার তিনি চিনের লিউ সি ইয়াকে ১৫-১১, ১৫-৯ সরাসরি গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন। অপর্ণা ১৯৯৬ সালে ফাইনালে উঠে রানার্স হয়েছিলেন। অন্যদিকে, সাইনা ২০০৬ সালে রানার্স হওয়ার পর, ২০০৮ সালে সোনা জিতেছিলেন। এবার তনভিও সোনা জিততে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

ফাস্ট বোলার চান শাস্ত্রী

পারথ, ১৮ অক্টোবর : বিদেশ সফরে বিসিসিআইয়ের বিধিনিষেধ নিয়ে মুখ খুললেন রবি শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, আমি কোচ থাকাকালীন কোনও ক্রিকেটার ব্যক্তিগত রাঁধুনি নিয়ে বিদেশ সফর করেছে বলে মনে পড়ছে না। তেমনটা হলে ভালই হত। আমি অন্তত আপত্তি করতাম না। পানীয়র সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পদ আমারও জুটত। সব সময় হোটেলের রুম সার্ভিসের উপর নির্ভর করতে হত না। শাস্ত্রীর সংযোজন, তবে এটাও ঠিক, বিদেশ সফরে কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। গম্ভীর নিশ্চয়ই বুঝেছিল, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই একটা সীমারেখা টানতে চেয়েছিল। শাস্ত্রীর চোখে বর্তমান ভারতীয় দলের একটা খামতিও ধরা পড়েছে। তিনি বলছেন, গম্ভীরকে একটা বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা হল ফাস্ট বোলিং ইউনিট। এটা ওকে তৈরি করতে হবে। বুমরা, শামিরা খুব বেশিদিন হয়তো খেলা চালিয়ে যেতে পারবে না। তাই অন্তত তিনজন ভাল মানের জোরে বোলার তৈরি করতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করবে। শাস্ত্রী জানিয়েছেন, পরিবার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ক্রিকেটারদের একটা কথা বুঝতে হবে। যেমন অস্ট্রেলিয়া সফরে ওরা এসেছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ছুটি কাটাতে নয়। তবে আমি পরিবার সঙ্গে রাখার বিপক্ষে নই। গোটা বিষয়টিতে ভারসাম্য চাই।

সিকে নাইডু ট্রফিতে অসমকে ইনিংস ও ৯৭ রানে হারাল অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দল

বিশাল হাতে শিল্ড বাগানের

চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে শিল্ড তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যুবভারতীতে শনিবার। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহনবাগান ১ (৫) ইস্টবেঙ্গল ১ (৪)
(টাইব্রেকারে জয়ী মোহনবাগান)

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

সিনিয়র ও রিজার্ভ দল মিলিয়ে চলতি মরশুমে প্রথম দুটি ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপে হারের জবাব দিয়ে যুবভারতীতে আরও একটি বড় ম্যাচ জিতল মোহনবাগান। সেই সঙ্গে ২২ বছর পর আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। বিশাল কাইথের বিশ্বস্ত হাতে ফাইনালে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মরশুমের প্রথম খেতাব জিতল জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। হামিদ ও অপুইয়ার গোলে ১২০ মিনিটের লড়াই ছিল ১-১। অনেক দিন পর ডার্বিতে এতটা কর্তৃত্ব নিয়ে খেলল ইস্টবেঙ্গল। মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো, মিগুয়েল ফেরেরা ও নাওরেম মহেশরা অসাধারণ ফুটবল খেললেন। গতি, ফিটনেসে অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসো, জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সদের টেক্কা দিলেন তাঁরা। জেমি, কামিন্স চূড়ান্ত ব্যর্থ। অনেক খামতির মধ্যেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও ঘরে-বাইরে প্রবল চাপ কাটানোর মরিয়া তাগিদ দেখিয়েই শিল্ড ফাইনালে বাজিমাত করল মোলিনা ব্রিগেড। চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে শিল্ড তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তার শট বিশাল বাঁচিয়ে দেওয়ার পর মোহনবাগান গ্যালারি প্রতিবাদের নীরবতা ভেঙে ফেলে। চতুর্থ শটে দিমিত্রি পেত্রাতোস ও শেষ শটে মেহতাব সিং বল জালে জড়াতেই মোহনবাগান গ্যালারিতে অকাল দীপাবলি। সমর্থকদের গর্জন, আতশবাজির বিস্ফোরণে মুখরিত যুবভারতীর আকাশ। অভিমান ভেঙে সমর্থকদের দিকে ছুটে গিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে উল্লাস বিশাল, অলড্রেডদের। শুরু থেকে ছিল অচেনা ডার্বির মেজাজ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরানে ম্যাচ খেলতে না-যাওয়া নীরব প্রতিবাদ চলল শিল্ড ফাইনালেও। খেলা শুরুর পর গ্যালারি থেকে সবুজ-মেরুন পতাকা সরিয়ে নেওয়া হয়। মোহনবাগানের আক্রমণের সময়ও নীরব থাকার চেষ্টা করলেন সমর্থকেরা। তবে মাঠের বাইরের গুমোট পরিবেশের চাপ যে বাগান ফুটবলারদের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল, তাঁদের খেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। যে চাপের কারণেই পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে মোহনবাগান। জেসন কামিন্স বল উড়িয়ে দেন ক্রসবারের উপর দিয়ে। মোলিনার ছেলেরা কী করতে চাইছিলেন, বোঝা যাচ্ছিল না। তুলনামূলকভাবে ইস্টবেঙ্গলকে অনেক ফিট, চনমনে লাগছিল। মাঝমাঠে রশিদ, ক্রেসপো ও মহেশের ত্রিফলা বারবার ঝাঁকুনি দিল মোহনবাগান রক্ষণকে।

মোহনবাগান প্রথম ২৫ মিনিটে দুটো সহজ সুযোগ পেয়েছিল। ম্যাকলারেন ও সাহাল তা হেলায় হারান। ৩০ মিনিটে ম্যাকলারেনকে বক্সে আনোয়ার আলি ফেলে দেওয়ার পর পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। কামিন্স বল বাইরে মারেন। এরপর মিনিট দশেকের একটি স্পেলে অস্কারের ছেলেদের দাপট। এই সময়ের মধ্যে হ্যাটট্রিক করে ফেলতে পারতেন হামিদ। ৩৭ মিনিটে নাওরেম মহেশের অসাধারণ পাস থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন মরোক্কান স্ট্রাইকার। কয়েক মিনিট পর হামিদের শট বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে পোস্টে প্রতিহত হওয়ায় ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে। ৪৪ মিনিটে ফের মহেশ-হামিদ যুগলবন্দি। এবার হামিদের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। তবে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে অপুইয়ার গোলে সমতা ফেরায় মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যর্থ কামিন্সকে তুলে রবসন রোবিনহোকে নামান মোলিনা। কিছু পর সাউল, হামিদ ও লালচুংনুঙ্গাকে তুলে মিগুয়েল, হিরোশি ও জয় গুপ্তাকে নামান অস্কার। মিগুয়েলের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে অধিকাংশ সময়েই ফাইনাল থার্ডে দাপট দেখিয়েছে। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ের শেষ মিনিটে রবসনের কর্নার থেকে মেহতাবের হেড ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার গিল দুর্দান্তভাবে না বাঁচালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ম্যাচ জিততে পারত মোহনবাগান। অতিরিক্ত সময়ে জেমিকে তুলে দিমিত্রিকে নামিয়ে ম্যাচ ঘোরাতে চেয়েছিলেন মোলিনা। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে বিশালের হাতে বাজিমাত। অস্কার টাইব্রেকারের জন্য দেবজিৎকে নামিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রণনীতি খাটেনি। মোহনবাগানের হয়ে পাঁচটি গোল করেন রবসন, মনবীর, লিস্টন, দিমিত্রি ও মেহতাব।

জিতেও মোলিনার মুখে সেই এসিএল

প্রতিবেদন : ডার্বি জিতে ঐতিহ্যের আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলেও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ না খেলার আক্ষেপ যাচ্ছে না মোহনবাগান কোচ জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েও নির্লিপ্ত স্প্যানিশ কোচ সাংবাদিক বৈঠকে এসে বলে দিলেন, আমি যদি কালই জর্ডনে গিয়ে এসিএল টু-এর ম্যাচ খেলতে পারতাম, তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিয়ে আমার আলাদা কোনও অনুভূতি নেই। মোলিনা স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ। সমর্থকদের অনেকেই ইরানে প্রিয় দলের খেলতে না যাওয়ার প্রতিবাদে মাঠে আসেননি। যুবভারতীর মোহনবাগান গ্যালারিতে সমর্থক কম ছিল। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ম্যাচের অধিকাংশ সময়েই নীরব প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু টাইব্রেকারে জয়ের মুহূর্তে আর শান্ত থাকতে পারেননি তাঁরা। ম্যাচের নায়ক বিশাল কাইথ বললেন, আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। এই জয় সমর্থকদের উৎসর্গ করছি। ওদের আনন্দ দিতে পেরেছি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে। শুভাশিস বোস বললেন, আশা করি, সমর্থকরা সব ভুলে আমাদের পাশে থাকবে। অমর একাদশ এই শিল্ড জিতেছিল। তাই এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো নিজের ভুল স্বীকার করে বলেন, কোচিং টিমের কথা শুনে টাইব্রেকারের আগে দেবজিৎকে নামানো উচিত হয়নি। এটা আমার ভুল। আমরা নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ হারিনি। হেরেছি টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে ডার্বি জিতিয়ে বিশাল।

সাহালের গোলের সুযোগ নষ্ট।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে রবসনদের উল্লাস। শনিবার যুবভারতীতে।

মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ হরমনপ্রীতদের ভেসে থাকার লড়াই

ইন্দোর, ১৮ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টানা দুই ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। লম্বা বিরতির পর রবিবার ইন্দোরে মরণ-বাঁচন ম্যাচে নামছেন হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানারা। সামনে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার মতো ন্যাট সিভার ব্রান্টরাও টুর্নামেন্টে এখনও অপরাজিত। সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া পথ নেই হরমনদের কাছে। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে দল। ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের সামনে অঙ্ক পরিষ্কার, বাকি তিন ম্যাচ জিতে শেষ চারের টিকিট নাও। দু'টি জিতেও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা সম্ভব! সেক্ষেত্রে নেট রান রেট এবং অন্য ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে রিচা ঘোষদের।

ইংল্যান্ড চ্যালেঞ্জ টপকাতে হলে ভারতীয়দের বোলিং স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। ষষ্ঠ বোলারের অভাব ভুগিয়েছে আগের দুই ম্যাচে। পাঁচ ব্যাটার, একজন উইকেটকিপার এবং পাঁচ বোলার নিয়ে বিশ্বকাপে খেলছে ভারত। বোলারদের তিনজন অলরাউন্ডার। এই চেনা রণনীতি ধাক্কা খাওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ বোলার খেলিয়ে বোলিং বিভাগে ভারসাম্য আনতে হতে পারে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ পেসার রেণুকা সিংকে এনে অনভিজ্ঞ ক্রান্তি গৌরের উপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টাও করতে পারে দল।

টপ অর্ডারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মান্ধানা ও প্রতীকা প্যাটেল রান পেয়েছেন। কিন্তু বাকি দুই সিনিয়র ব্যাটার অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও জেমাইমা রডরিগেজের ব্যাটে রান নেই। লোয়ার অর্ডারে রিচা, দীপ্তি শর্মা, অমনজ্যোৎ কৌররা পরিস্থিতি সামলে দিলেও হরমন, জেমাইমার রান করাটা জরুরি দলের জন্য।

ইন্দোরে ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রস্তুতি স্মৃতিদের।

মাঠে ময়দানে
19 October, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপে খেলবেন? এক খুদে ভক্তের প্রশ্নের জবাবে রোহিত বললেন, হ্যাঁ আমি বিশ্বকাপে খেলতে চাই

বিরাট আর রোহিতের থেকে অনেক শিখব : গিল

পারথ, ১৮ অক্টোবর : টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে শুরুটা সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। এবার একদিনের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন। প্রথমবার তাঁর নেতৃত্বে খেলবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মতো দুই মহাতারকা। শুভমন গিল যদিও চাপ অনুভব করছেন না। শনিবার পারথে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে শুভমনের বক্তব্য, বাইরে কে কী বলছে, তা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। বিরাট ভাই ও রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল। সব কিছু আগের মতোই রয়েছে। ওদের কাছ থেকে আমি সব সময় সাহায্য পাই। আমি ওদের কাছে জানতে চেয়েছি, অধিনায়ক থাকলে এই পিচে আগে কী করতে চাইত। শুভমন আরও বলেছেন, কখনও আমি নিজে থেকে ওদের কাছে পরামর্শ চাইছি। কখনও ওরা নিজেরাই এগিয়ে এসে পরামর্শ দিচ্ছে। ওদের পরামর্শ নিতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। আমি সব সময় দলের অন্য খেলোয়াড়দের মতামত নিয়ে চলতে পছন্দ করি। তাঁর সংযোজন, ছোটবেলা থেকেই ওদের মতো ক্রিকেটারদের আদর্শ করে এগোতে চেয়েছি। ক্রিকেটের প্রতি ওদের ভালবাসা, সাফল্যের খিদে আমাকে অনুপ্রাণিত করত। বিরাট ভাই, রোহিত ভাইদের মতো গ্রেট ক্রিকেটারদের নেতৃত্ব দিতে পারা আমার কাছে সম্মানের বিষয়। আমি নিশ্চিত, ওদের কাছ থেকে এই সিরিজে অনেক কিছু শিখতে পারব। ম্যাচ চলাকালীন কঠিন পরিস্থিতিতে নির্দ্বিধায় ওদের পরামর্শ নেব। টেস্টের পর এবার তিনি ওয়ান ডে অধিনায়ক। উত্তেজিত শুভমন বলছেন, নেতৃত্বের দায়িত্ব আমার সেরা খেলা বের করে আনে। আমি বেশ উত্তেজিত। মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পর এবার দায়িত্ব আমার কাঁধে। বিরাট ও রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে প্রচুর কথা বলছি। ওদের কত অভিজ্ঞতা। নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। ওরা কী ভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, দলের সংস্কৃতি কেমন করতে চেয়েছিল, সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করেছি। আমার বিশ্বাস, ওদের বিশাল অভিজ্ঞতা এই দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরাও এদের কাছ থেকে শিখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

মহাপ্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বৃষ্টিই কাঁটা

পারথে মহাসংগ্রামের আগে চিন্তান্বিত গম্ভীর। পাশে শুভমন। ডানদিকে ভক্তকে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন বিরাট। শনিবার।

পারথ, ১৮ অক্টোবর : দোহারা চেহারা। সাদা হেড ব্যান্ড। ছন্দময় রান-আপ ও গতিময় ডেলিভারি। পারথে ক্রিকেট মানে এখনও অস্ট্রেলীয়দের মনে গেঁথে আছেন ডেনিস লিলি। কিন্তু সময়ের স্রোতে ছবিটা বদলেছে। লিলি ক্রিকেটিয় পরিমণ্ডল ছেড়ে বাড়ির অন্তরালেই থাকছেন ইদানীং। খুব বাধ্য না হলে ক্রিকেট পরিসরে কিংবদন্তি ফাস্ট বোলারকে আর দেখা যায় না।

ওয়াকায় লিলির দৌড় শুরু করা থেকে গ্যালারি উসখুস করত। সঙ্গে জেফ টমসন তাকলে তো আর কথাই নেই। শুরু হয়ে যেত টমো...টমো...। এসব এখন অতীত। এমনকি রোমহর্ষক ওয়াকা মাঠটাও এখন পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। তার বদলে উঠে এসেছে অত্যাধুনিক অপটাস স্টেডিয়াম। এখানে প্রাচীন ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। মোটে তিনটি ম্যাচ হয়েছে এই মাঠে। অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন বা সিডনিতে ইতিহাসের ছড়াছড়ি। রবিবার এই অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ম্যাচ। যা দুই ভারতীয়ের জন্য তুমুল হাইপ নিয়েছে। ৫০ হাজারের স্টেডিয়াম ভরে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বলে না দিলেও চলে এরা হলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। দুই প্রাক্তন অধিনায়কের এটাই শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। ফলে রবিবাসরীয় ম্যাচের টিকিট নিয়ে পারথে বেশ উন্মাদনা রয়েছে। লোকে মাঠে আসবে শেষবার দুই মহাতারকাকে দেখতে। শ্যেন ওয়াটসন কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, অস্ট্রেলীয়রা বিরাটকে ভালবাসে। এখানে ও অনেক ভাল ইনিংস খেলেছে। বিরাট প্রচুর ভালবাসা পাবে। তবে স্মৃতির অ্যালবাম ঘাঁটলে বিরাট বনাম গ্যালারিও কিন্তু চোখে পড়বে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের ঠিক সাত মাস পর বিরাট ও রোহিত আবার দেশের হয়ে খেলতে নামছেন। কিন্তু এমন ম্যাচের আগে হঠাৎ করে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে স্থানীয় আবহাওয়া। ম্যাচে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ওয়েদার রিপোর্টে। বলা হয়েছে রবিবার স্থানীয় সময় সকাল এগারোটা থেকে বৃষ্টি হতে পারে। সেই সময় বৃষ্টির আশঙ্কা ৬৩ শতাংশ। খেলা শুরু হওয়ার পরেও বষ্টি বারবার বাধা সৃষ্টি করতে পারে। পরের দিকে হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা ৩৫ শতাংশ। সুতরাং চিন্তা থাকছে। এদিকে, নতুন এই মাঠে এযাবৎ তিনটি একদিনের ম্যাচ হয়েছে। আর গতিময় এই উইকেটে পরে ব্যাট করা দলই বেশি জিতেছে।

দুটো দলই ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে রবিবার মাঠে নামছে। রোহিত-বিরাট দু'বছর পরের বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা তার প্রথম আন্দাজ এই ম্যাচে পাওয়া যেতে পারে। দু'জনেই এখন সিঙ্গল ফর্ম্যাট প্লেয়ার। খেলেন শুধু একদিনের ম্যাচে। শুভমন আবার রোহিত-বিরাট দলে থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম একদিনের ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। মোটামুটিভাবে পারথের এই দল থেকেই পরের বিশ্বকাপের একটা রূপরেখা তৈরি হতে পারে। শুধু এই দলে জসপ্রীত বুমরা নেই। তিনি আসবেন টি ২০ সিরিজে। ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে বুমরাকে এই সিরিজে রাখা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার জন্য অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে না পাওয়া একটা বড় ধাক্কা। জস ইনগ্লিশও কাফ মাসলের চোটে প্রথম দুটি ম্যাচে খেলবেন না। এছাড়া একেবারে শেষমুহূর্তে সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। দ্বিতীয় সন্তান হবে বলে এই সিরিজে নেই লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পাও। সমস্যা এরপরও রয়েছে। অ্যালেক্স ক্যারি অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে খেলবেন বলে জানা গিয়েছে। আর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বহু আগেই ছিটকে গিয়েছেন। এই আবহে মিচ ওয়েন ও রেনশ-র অভিষেক হতে পারে। ডেকে নেওয়া হয়েছে মার্নাস লাবুশেনকেও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত টপ ছয় ব্যাটারকে পরিবর্তন করেনি। বাড়তি ব্যাটার-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। তিনি খেললে কুলদীপের জায়গা নাও হতে পারে। যেমন প্রসিধ আর অর্শদীপের মধ্যেও লড়াই হতে পারে। পেস-বাউন্সের জন্য সিরাজের সঙ্গে হয়তো দেখা যাবে হর্ষিত রানাকে। আরেক স্পিনার হিসাবে থাকবেন অক্ষর প্যাটেল। পারথে এমনিতে লো স্কোরিং ম্যাচ হয়। শেষ দুই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া এখানে ১৫২ ও ১৪০ রানে গুটিয়ে গিয়েছে। এটা অবশ্য মরশুমের প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে। তার উপর ড্রপ ইন পিচ বলে চিন্তা থাকছে দুই ড্রেসিংরুমেই। এরকম উইকেটে আগে থেকে কিছু বলা যায় না।

শামির হাত ধরে নাটকীয় জয়

উত্তরাখণ্ড ২১৩ ও ২৬৫ ।। বাংলা ৩২৩ ও ১৫৬/২

প্রতিবেদন : প্রায় ড্রয়ের ম্যাচে নাটকীয় জয় বাংলার। যাঁর হাত ধরে এই জয়, তিনি মহম্মদ শামি। মাত্র ক'দিন আগে অজিত আগারকরের ভাষায় আনফিট বলে যাঁকে অস্ট্রেলিয়ার উড়ানে তোলা যায়নি। ইডেনে রঞ্জি ম্যাচের শেষ দিনে শামি ৪৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে উত্তরাখণ্ডকে গুটিয়ে দেন ২৬৫ রানে। অতঃপর বাংলা ২ উইকেটে ১৫৬ রান তুলে ম্যাচ জিতেছে ৮ উইকেটে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৭১ রানে অপরাজিত থেকে যান। আর রঞ্জির প্রথম ম্যাচ সরাসরি জিতে বাংলার ঘরে এল ৬ পয়েন্ট।

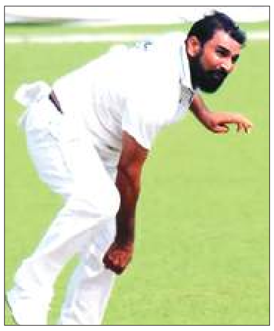

আগারকর প্রথমে বলেছিলেন শামির ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। জবাবে শামি বলেছিলেন, তাহলে আমি দলীপ, রঞ্জিতে এত ওভার বল করছি কী করে? এদিন জবাব দিলেন মাঠে। প্রথম ইনিংসে ৩৭ রানে ৩ উইকেট। দ্বিতীয় দফায় ৩৮ রানে ৪। সবমিলিয়ে ৭৫ রানে ৭ উইকেট। আগারকরদের জেনে ভাল লাগবে কি না কে জানে, ইডেনে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়ে শামিই কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচ।

সকালে দুই উইকেটে ১৬৫ রান নিয়ে শুরু করেছিল উত্তরাখণ্ড। তখন তারা এগিয়ে ছিল ৫৫ রানে। কিন্তু এদিন আর ৪ রান যোগ করে লেগ বিফোর হয়ে যান কুণাল চান্ডেলা (৭২)। এরপর ২২ গজে শামির সঙ্গে হাত লাগান আকাশ দীপ এবং ঈশান পোড়েল। মাঝে যুবরাজ চৌধুরি ও অভয় নেগি রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তখন শামি আবার পরিত্রাতার ভূমিকা নেন। ফিরিয়ে দেন নেগিকে। এরপর খুব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে যায় উত্তরাখণ্ডের ইনিংস। আকাশ ও ঈশান দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট নেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও বিশাল ভাটি।

এরপর ২৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৬ রান তুলে নিয়েছে বাংলা। অভিমন্যু প্রথম ইনিংসে প্রথম বলেই দেবেন্দ্র সিং বোরার বলে ফিরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৮১ বল খেলে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। সুদীপকুমার ঘরামি ৪৬ রান করেছেন। প্রথম ইনিংসে ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করা সুদীপ চট্টোপাধ্যায় এদিন ১৬ রানে আউট হয়েছেন। ওই একই রানে নট আউট থেকে যান বিশাল।

বোলাররাই ফিরিয়ে আনল ম্যাচে : অভিমন্যু

প্রতিবেদন : প্রথম ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে খুশি বঙ্গ শিবির। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার সিএবি সভাপতি হয়ে আসার পর এটা প্রথম জয়। খুশি অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও। কিন্তু জিতেও প্রথম ম্যাচের উইকেট নিয়ে বঙ্গ শিবিরে প্রবল অসন্তোষ।

অভিমন্যু খেলার পর বলছিলেন, ফাস্ট বোলাররা যেভাবে কামব্যাক করেছে সেটা অসাধারণ। তৃতীয় দিনে ম্যাচ একটু কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমাদের জন্য। কিন্তু সেখান থেকে ওরাই ম্যাচ ফেরাল। শেষদিনে শামি ভাই দারুণ বল করেছে। সুরজ, আকাশ, ঈশানরাও ভাল বল করল। আর আমাদের ব্যাটাররা তাদের কাজ শেষ করেছে জয় তুলে এনে। আগেরদিন খেলার পর বঙ্গ ড্রেসিংরুমের তরফে সিএবি কর্তাদের কাছে উইকেট নিয়ে তোপ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এ কেমন উইকেট যে শামি, আকাশ দীপরাও সুবিধা পাচ্ছেন না! জেতার পর উইকেট নিয়ে ক্ষোভ অবশ্য আর বড় কোনও ইস্যু হবে না। কিন্তু ২৫ অক্টোবর থেকে ইডেনে গুজরাট ম্যাচের আগে যাতে প্রত্যাশিত উইকেট পাওয়া যায় সেদিকে নজর থাকছে।

তবে প্রথম ম্যাচ জিতলেও বাংলার পেস আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থাকছে। শামি ম্যাচে ৭ উইকেট নিলেও তাঁকে পুরোপুরি ছন্দে মনে হয়নি। আকাশও তাই। অন্তত এই উইকেটে উত্তরাখণ্ডের দেবেন্দ্র সিং বোরা যতটা সফল হয়েছেন সেটা বঙ্গ পেসারদের ক্ষেত্রে হয়নি। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংও প্রত্যাশিত মান ছুঁতে পারেনি। পারলে বড় রানের লিড নিত বাংলা। কিন্তু লিড ছিল ১০০ রানের।

বাংলার বিখ্যাত কালীরা

বিভিন্ন বিশ্বাসমতে মা কালীর বিভিন্ন রূপ। যেমন দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী ইত্যাদি। বাংলার বিভিন্ন জায়গাতেও কালী পূজিতা হন ভিন্ন ভিন্ন নামে। কোথাও তিনি বামাকালী, কোথাও-বা পরিচিত বড়মা কিংবা পোড়ামা নামে। লিখলেন **সৌরভ ভূঞ্যা**

বাংলার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে দেবী কালীর নিবিড় সম্পর্ক। শক্তি উপাসনা, তন্ত্রসাধনা কিংবা মানুষের ধর্মবিশ্বাস— সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছেন মা কালী। একদিকে তিনি ভয়ঙ্করী, মহাশক্তির প্রতিমূর্তি; অন্যদিকে আদ্যাশক্তি, মাতৃস্বরূপিণী। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর পুজো হয়ে আসছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে।

হিন্দু ধর্মবিশ্বাস মতে মা কালী দেবী দুর্গার একটি রূপ। তন্ত্র অনুসারে তিনি দশমহাবিদ্যার প্রথম দেবী। একসময় শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁরা দেবী পার্বতীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের প্রার্থনায় দেবী দুর্গার তৃতীয় নয়ন থেকে মা কালীর সৃষ্টি হয়। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভদের পরাজিত করেন। সব কাহিনির নির্যাস এক— কালী দেবী পার্বতীর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।

বিভিন্ন বিশ্বাস মতে মা কালীর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন দক্ষিণাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি। সৃষ্টি ইতিহাস, স্থানমাহাত্ম্য, লোকবিশ্বাস, অলৌকিকি কাহিনি— প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় কালী পূজিতা হন ভিন্ন ভিন্ন নামে। কোথাও তিনি বামাকালী, কোথাও-বা পরিচিত বড়মা কিংবা পোড়ামা নামে।

হাজারহাত কালী

বামাকালী

বামাকালী

বামাকালী মা কালীর একটি ভয়ংকর, শক্তিশালী রূপ। শাক্ত সাধনার অন্যতম পীঠস্থান বীরভূম জেলার একটি উল্লেখযোগ্য কালীমন্দির হল ইন্দ্রগাছার বামাকালীর মন্দির। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধক রামকানাই-এর নাম। বীরভূমের হরকুনার ঘন জঙ্গলে সাধনা করতে গিয়ে তিনি মা কালীর দর্শন পান। সঙ্গে থাকা থালায় তিনি মায়ের ছবি এঁকে নেন। পরে সেই ছবি দেখে মায়ের মূর্তি তৈরি হয়। প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন এই পুজো। কথিত আছে, এই পুজোর মন্ত্র লিখেছিলেন সাধক রামকানাই। সাধারণত কালী মূর্তিতে দেখা যায় দেবীর ডান পা শিবের শরীরের ওপর থাকে। কিন্তু এখানে শিবের ওপর দেবীর বাম পা। সেই কারণে তিনি বামাকালী নামী পরিচিতা। এখানকার পুজোর বৈশিষ্ট্য হল পুজোর দিনই প্রতিমায় রং করা হয় এবং চক্ষুদান হয়। চক্ষুদানের পর শুরু হয় পালাগান। পালাগান না শুনে মা মন্দিরে প্রবেশ করেন না।

নদিয়ার শান্তিপুরেও বামাকালীর পুজো হয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কালীনাচ। বিসর্জনের দিন মায়ের প্রতিমা একটি বাঁশের মাচায় রাখা হয়। অগণিত ভক্ত সেই মাচা কাঁধে তুলে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে। দেখে মনে হয় মা যেন স্বয়ং নাচছে। এই কালীনাচ দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ এখানে ভিড় জমান।

বেহালার বড়িশার সিদ্ধেশ্বরী কালী বামাকালী রূপে পূজিতা হন। এই মন্দির বেশ প্রাচীন। দেবীর মূর্তি মাটির তবে তার জিভ সোনার। দীপাবলির সময় মহাধুমধাম করে এখানে পুজো হয়। মায়ের ভোগে থাকে খিচুড়ি, নানারকম ভাজা, সবজি সঙ্গে মাছ ও পাঁঠার মাংস। একসময় এখানে বলি হলেও এখন তা বন্ধ।

বড়মা

কালী মায়ের কথা বলতে গেলে অবশ্যই করে বলতে হয় নৈহাটির বড়মা কালীর কথা। এই পুজোর প্রচলন করেন নৈহাটির ভবেশ চক্রবর্তী। একবার বন্ধুদের নিয়ে তিনি নবদ্বীপে রাস দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক বড়-বড় মূর্তি দেখে তাঁর ইচ্ছে হয় কালীপুজো করার। পরের বছর তিনি ২১ ফুট উঁচু কালীর প্রতিমা তৈরি করে পুজো শুরু করেন। তাঁর নামানুসারে পুজোর নাম হয় 'ভবেশকালী'। নৈহাটি শহরে এত বড় প্রতিমা আগে ছিল না। লোকেরা তাই একে 'বড়মা' বলে ডাকতে থাকে। বড়মার পুজোর পর শহরের অন্যান্য পুজো হয়। পাঁচদিন ধরে পুজো হয় এবং প্রতিদিন মাকে আলাদা আলাদা ভোগ দেওয়া হয়। পুজো উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। মনোবাসনা পূরণের আশায় অনেকে গঙ্গাস্নান করে এই মন্দিরে দণ্ডী কাটেন। পুজোর সময় বড়মাকে প্রায় একশো কেজি ওজনের সোনার ও দুশো কেজি ওজনের রূপোর অলংকার

ফিরিঙ্গি কালী

পরানো হয়। বিসর্জনের দিন সেসব অলঙ্কার খুলে দেবীকে ফুলের সাজ পরানো হয়। রীতি অনুসারে বড়মার বিসর্জনের পর শহরের অন্যান্য কালী মূর্তির বিসর্জন হয়।

পোড়ামা

মন্দিরের শহর নবদ্বীপে রয়েছে অতি-প্রাচীন পোড়ামা কালীর মন্দির। 'পোড়ামা' নবদ্বীপের লৌকিক দেবী। মায়ের এমন নামকরণের পেছনে রয়েছে একটি কাহিনি। প্রায় ছয় শতাব্দী আগে বৃহদ্রথ নামে এক তন্ত্রসাধক নবদ্বীপের জঙ্গলে ঘটের ওপর দেবী কালীকে স্থাপন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতামহ ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিস্য। বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর বাসুদেব সার্বভৌম জঙ্গল থেকে সেই ঘট এনে নবদ্বীপে একটি বটগাছের তলায় স্থাপন করেন। একসময় বাজ পড়ে বটগাছটি পুড়ে যায়। তখন থেকে দেবী 'পোড়ামা' কালী নামে পরিচিতা হয়ে ওঠেন। অন্য একটি মতে, একসময় নবদ্বীপে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণাকালীর সাধক। একসময় গোপাল মন্ত্রে সিদ্ধ এক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তর্কের আয়োজন হয়। স্থির হয় পরজিত ব্যক্তি নিজের ইষ্টনাম ত্যাগ করে বিজয়ী ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ পরাজিত হন। শর্তমতো তিনি যখন তাঁর ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে উদ্যত তখনই তাঁর বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুনের মধ্যে তিনি দেখতে পান দেবী কালীর করাল মূর্তি এবং তাঁর কোলে গোপাল। পুরো বাড়ি পুড়ে যায় তবে মন্দিরের দুটি ইট অবশিষ্ট থাকে। মানুষের বিশ্বাস সেই পোড়া ইট দুটি আজও পোড়ামার আধার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর ওপর দেবীর ঘট স্থাপন করা হয়। দেবী খুব জাগ্রত। এই মন্দিরের পাশে রয়েছে ভবতারণ শিব ও ভবতারিণী কালীর মন্দির।

পুঁটেকালী

কলকাতার বড়বাজারের পোস্তা এলাকায় রয়েছে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পুঁটে কালীর মন্দির। তান্ত্রিক মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁটেকালী নামকরণের পেছনে দুটি কাহিনি রয়েছে। মায়ের মূর্তির উচ্চতা মাত্র ছয় ইঞ্চি। খুব ছোট মেয়েদের 'পুঁটি' বলা হয়। সেই থেকে দেবীর নামকরণ হয়ে 'পুঁটেকালী'। অন্য একটি মতে, মানিকচন্দ্রের এক বংশধর খেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন হোম করার সময় পাশের খাল থেকে একটি পুঁটি মাছ সেই হোমকুণ্ডে পড়ে যায়। মরা মাছটিকে তুলে তিনি জলে ফেলে দিতে সেটি আবারও জীবন্ত হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন দেবী খুব জাগ্রত। তখন থেকেই কালীর নাম হয় 'পুঁটিকালী' যা পরবর্তীতে বদলে 'পুঁটেকালী' হয়ে ওঠে। মন্দিরের বর্তমান বিগ্রহ কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি। এখানে পুজো হয় তন্ত্রমতে। পুজোর রাতে প্রতিমার গায়ে সোনার পোশাক পরানো হয়। পুজো উপলক্ষে এখানে কুমারী পুজো হয়। দেবীকে আমিষ এবং নিরামিষ— দুই প্রকার ভোগ দেওয়া হয়। আমিষ ভোগে থাকে পুঁটি, রুই, ইলিশ, বোয়াল প্রভৃতি মাছ। শনি-মঙ্গলবার ও অমাবস্যার দিনে এখানে বিশেষ পুজো হয়। মানুষের বিশ্বাস পুঁটেকালীর কাছে মানত করলে দেবী মনোবাসনা পূরণ করেন।

ফিরিঙ্গি কালী

কলকাতার বউবাজারে অবস্থিত অতি প্রাচীন ফিরিঙ্গি কালী মন্দির। এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার পুজো হয়। স্থানীয় মতে কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি এখানে মায়ের পুজো দিতেন। সেই থেকে এই কালী 'ফিরিঙ্গি কালী' ও মন্দির 'ফিরিঙ্গি কালী মন্দির' নামে লোকমুখে পরিচিত হয়ে ওঠে। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

ফানুসের হারানো সুর ক্র্যাকারের গন্ধে

আধুনিকতার মোড়কে আমদানিকৃত আতশবাজি শব্দবাজির বিকট শব্দে থেমে গেছে মাটির পটকার নিঃশব্দ গল্প। তখন আনন্দ ছিল প্রদীপের আলোয়, আজ সেখানে বাজারের বারুদে উড়ে যায় নস্টালজিয়ার ফানুস! উৎসব যেন আজ সুর–গন্ধ, আলো–শব্দ, কিংবা স্মৃতি বনাম অত্যাধুনিকতার সংঘাত। তবুও মনে হয়, ভুলে যাওয়া অতীতের পাতাতেই হয়তো লুকিয়ে আছে উৎসবের আসল মানে। তারই খোঁজ নিলেন

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

উৎসবের আঁচে

আতশবাজি ফুটে ওঠে উৎসবের নীল গগনে, শব্দবাজি হাসে সঙ্গে, রঙ্গ ছড়ায় আপন মনে! খুব স্বাভাবিক, উৎসব মানেই আনন্দ, আলো, আতশবাজি, আর শব্দের উল্লাস। কিন্তু কবে থেকে আমাদের আনন্দের এই রীতি শব্দের অত্যাচার আর ধোঁয়ার চোখরাঙানিতে ঢেকে যাচ্ছে, তা ভাবা জরুরি। এককালে উৎসব বলতে ছিল এক ধরনের নিস্তরঙ্গ আনন্দ— মাটির প্রদীপের আলো, পটকা ফাটানোর মৃদু গর্জন, আর ফানুসের শান্ত উড়ান। ছোটরা ঘরে বসে হাতে বানানো ছোট-ছোট পটকা নিয়ে খেলত এবং পুরো পরিবেশটা যেন হয়ে উঠত এক আনন্দময় আলোর দৃশ্যপট।

কিন্তু আজ সেই চক্ষু ও মনের শান্তি কোথায়? আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের আতশবাজি হয়েছে বিশালাকার, হাইটেক এবং মারাত্মক শব্দপূর্ণ। চিনা ক্র্যাকারের বিকট গর্জন, আকাশে ছুটে ওঠা রকেট, বিস্ফোরণের ধোঁয়া—সব মিলিয়ে উৎসবের আনন্দ এখন যেন শব্দদূষণ আর মানসিক পীড়ার এক নতুন সংজ্ঞা। একদিকে আমাদের আনন্দের প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রকৃতি, প্রাণী, আর মানুষের স্বাস্থ্য— সবই যেন স্তব্ধপ্রায়। উৎসব কেমন যেন ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সংকটে রূপান্তরিত হচ্ছে!

বর্তমানের হাওয়ায়

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আতশবাজি কিংবা শব্দবাজি কেবল আর আনন্দের মাধ্যম নয়, এটি একটি শিল্প এবং জোরদার বাণিজ্যও বটে। বাজারে সহজেই পাওয়া যায়, দামের দিক থেকে সস্তা, কিন্তু আকারে ও শব্দে জোরালো ক্র্যাকারের সম্ভার। শিশু, কিশোর, বড় সবাই— সবার চোখেই আকর্ষণ, মুখে উৎসবের

আমেজ, মনে উদ্দীপনা, আর কানে আগ্রহ। কিন্তু এর কুপ্রভাবও কম নয়। উচ্চশব্দের ক্র্যাকার কানে অস্থায়ী বা স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। শোনার সংবেদনশীল প্রাণীরা যেমন পাখি, কুকুর, এবং বিড়াল— তাদের জীবনেও বিপর্যয় আসে।

এ-কথা একেবারেই সত্যি, প্রযুক্তির এই অগ্রগতি আমাদের উৎসবের আনন্দকে বৈচিত্র্যময় করেছে। আকাশভরা রকেট, ধোঁয়ার মেঘে ছুটে যাওয়া আলোর ঝলকানি, নতুন রঙের ফানুস— সবই আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। কিন্তু একাল এবং সেকালের মাঝে বড় পার্থক্য হল মাত্রা এবং প্রভাব। অতীতে আনন্দের কেন্দ্রে ছিল মানুষ, সম্পর্ক এবং পারস্পরিক উৎসবের ভাবনা। কিন্তু এখন আনন্দের কেন্দ্র হয়েছে তাবড় তোড় 'ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড সাউন্ড এফেক্ট'।

আতশবাজির আবহে শব্দবাজির আক্রমণ

সাধারণত উৎসব, অনুষ্ঠান কিংবা কোনও কোনও উদযাপনে আনন্দ ও বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয় আতশবাজি; মূলত কিছু বিস্ফোরক রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থ, সঙ্গে নানা ধরনের রঙের প্রভাবের জন্য বেরিয়াম, স্ট্রনটিয়াম, কপার, লিথিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু সহযোগে তৈরি হয়। বাজারে তার নানা রূপ, কখনও শব্দ, কখনও আলো, আবার কখনও ধোঁয়া তো কখনও ভাসমান; জ্বলে উঠলে নানা রঙের আলোর রোশনাই ফুটে ওঠে।

সেকালের আতশবাজিগুলো ছিল সব স্থানীয় মানুষের হাতে গড়া। উৎসবের আকাশে তখন খেলত চকোলেট পটকা, ছোট্ট বাচ্চারাও নিরাপদে ফাটাত ওই পটকা। সঙ্গে থাকত রকেট পটকা- বাঁশের নলভর্তি বারুদ, আকাশে উঠে আলোক ঝিলিক ছড়াত। মাটিতে ঘুরে ঘুরে আলো রঙে খেলত দুরন্ত আনর বা চাকি। পাড়া মাত করে ফেলত ফুলঝুরি। বড়দের মধ্যে অবশ্য জনপ্রিয় ছিল আলোকিত সৌন্দর্যের প্রতীক আলোর ফোয়ারা রঙিন ফাউন্টেন। তবে পরিবেশ মাতিয়ে তুলত যখন আগুনের গরম হাওয়ায় ভেসে উঠত উৎসবের প্রতীকী সৌন্দর্য ফানুস!

এসব এই তো কয়েক বছর আগের কথা। অল্প সময়ের ব্যবধানেই মনুষ্যকেন্দ্রিক আতশবাজির পরিবর্তে আজকে মানুষের হাতে এসে পৌঁছেছে বাজারকেন্দ্রিক ও প্রদর্শনমুখী আতশবাজি। ছাই, মাটি ও সামান্য পরিমাণ বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি করা আতশবাজি আর আজ বাজারে এসেছে দানবীয় শব্দবাজির রূপ ধারণ করে। তখনকার আতশবাজির সবটাই ছিল মৃদু আলোর খেলা, শব্দ কানে লাগত না; আজকে উৎসবের আলো যেন শব্দে ডুবে যায়!

এখন বাজারে এসেছে তীব্র শব্দের বিস্ফোরক, শব্দবাজির প্রতীক বুলেট বম্ব। স্কাই শটস কিংবা মাল্টিশটসের একসঙ্গে আকাশে বহু আলোর ফোয়ারার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য সকলের মন কেড়েছে। আন্তর্জাতিক মানের আতশবাজি কালারফুল এরিয়েল শেলস বা পিওনি আজ শহর কিংবা গ্রামের উৎসবের আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলেছে। প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ আলো-নির্ভর আধুনিক আতশবাজি লেজার ফায়ার ওয়ার্কস বা এলইডি ফায়ার ডিসপ্লের প্রদর্শনী আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। আলো ও শব্দের যুগলবন্দিতে সঙ্গীতের তালে তালে নেচে ওঠা ইলেকট্রিক্যাল স্পার্কলারস বা মিউজিক্যাল ফায়ার ওয়ার্কস কিংবা ধোঁয়া সৃষ্টি করে রঙিন পরিবেশের মাদকতা এনে দেওয়া স্মোক ক্র্যাকার্স— সবই আজ হট কেক! হ্যাঁ হয়তো সভ্যতা ও পরিবেশের দারুণ ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাধারণ মানুষের যেন কুছ পরোয়া নেহি!

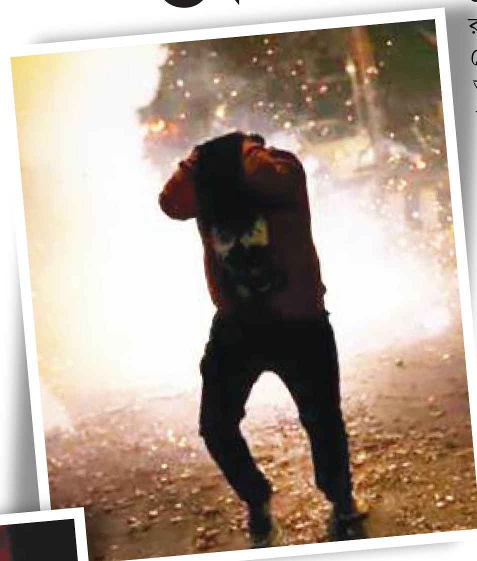

নিস্তরঙ্গ আনন্দে বিপদের সংকেত

সেকালে আতশবাজি ছিল সরল, নিরাপদ, এবং পরিবেশবান্ধব। পটকা, ছোট ফানুস, মাটির প্রদীপ— সবই সীমিত শব্দ ও ধোঁয়ার সৃষ্টি করত। শিশুরা হাতের ছোট ছোট পটকা ফাটিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হত। প্রতিবেশীরা গন্ধ বা ধোঁয়ায় অপ্রস্তুত হত না। প্রকৃতিই যেন আমাদের আনন্দের সহযাত্রী। উৎসবের রাতে আকাশের তারা আর মাটির প্রদীপ— এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই ছিল প্রাকৃতিক আনন্দ।

সেকালের আতশবাজিতে স্বাস্থ্যঝুঁকি ছিল সীমিত। উচ্চ শব্দ, বিষাক্ত ধোঁয়া বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তবে আনন্দের মাত্রা কখনও কম ছিল না— কারণ আনন্দের উৎস ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ্য, পরিবারের সংহতি এবং সমাজের মিলন। আজকের একালের আতশবাজি এই সবকিছুকে প্রায় অদৃশ্য করে দিয়েছে।

মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশ

উচ্চ শব্দ ও ধোঁয়া শুধু যে আমাদের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে তা নয়, মানসিক চাপও তৈরি করে। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

19 October, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৯ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

বাংলার বিখ্যাত কালীরা

(১৭ পাতার পর)
যদিও এই কাহিনির বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ আছে। ঐতিহাসিক রাধারমণ মিত্রের মতে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে এই কালীবাড়ির কোনও সম্পর্ক নেই। অন্য একটি মতে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমন্ত নামে এক ডোম। সেই সময় এই এলাকায় বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এলাকার আশেপাশে অনেক ফিরিঙ্গি পরিবার থাকত। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তারা এই মন্দিরে এসে সুস্থতার জন্য মানত করত। শ্রীমন্তের দেওয়া মায়ের মন্ত্রপূত জল খেয়ে তাদের অনেকের রোগ সেরে যেত। তখন তারা এই মন্দিরে পুজো দিত। ফিরিঙ্গিরা পুজো দিত বলে দেবী 'ফিরিঙ্গি কালী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রতিষ্ঠার সময় মূর্তিটি ছিল মাটির। তবে এখন তা কংক্রিটের। মূর্তিটি সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। এখানে পুজো হয় বৈদিক মতে। আগে এখানে পশুবলি হলেও এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

জহুরা কালী

চিনা কালী

কলকাতার ট্যাংরার চায়নাটাউন এলাকায় রয়েছে চিনা কালীর মন্দির। এক চৈনিক বৌদ্ধ ভদ্রলোক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য, কর্মসূত্রে এই এলাকায় অনেক চিনা মানুষ বাস করেন। এখানে থাকতে থাকতে তাঁরা এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছেন অনেকটাই। কথিত আছে প্রায় সত্তর বছর আগে একটি চিনা বালক অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসা করেও সে সুস্থ হয় না। তখন এই জায়গায় একটি গাছের নিচে দুটি পাথরের মূর্তিকে বাঙালিরা কালীমা হিসেবে পুজো করত। সেই চিনা বালকটির বাবা-মা ছেলেকে সেখানে নিয়ে এসে পুজো দেন। আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা এখানে মা কালীর মন্দির নির্মাণ করে দেন যা চিনা কালীবাড়ি নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। একজন বাঙালি পুরোহিত এখানে নিত্য মায়ের পুজো করেন। বাঙালি এবং চিনা, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে দেবীর আরাধনা করেন। এখানে মায়ের ভোগে চাইনিজ খাবার দেওয়া হয়।

জহুরা কালী

মালদা শহরের ইংরেজবাজার থানার রায়পুর গ্রামে অবস্থিত তিন শতাব্দী প্রাচীন জহুরা কালীর মন্দির। কথিত আছে, ছল্ল তেওয়ারি নামে উত্তরপ্রদেশের এক সাধক স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবী জহুরা চণ্ডীর আরাধনা শুরু করেছিলেন। রায়পুরের আমবাগানে তিনি দেবী চণ্ডীর বেদি স্থাপন করেছিলেন। তবে মানুষের বিশ্বাস, এই মন্দির অনেক প্রাচীন। অনেকের মতে বল্লাল সেন ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় এই এলাকা ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। ডাকাতেরা এই দেবীর পুজো করত। বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা যে ধনরত্ন লুঠ করে আনত তা এখানে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখত। ধনরত্ন বা হিরে-জহরত থেকে দেবীর নাম হয়েছে জহুরা কালী। প্রথাগত কালী মূর্তির থেকে এখানকার বিগ্রহ আলাদা। লালরঙের ঢিবির ওপর মুখোশ রেখে সেটিকে কালীমা হিসেবে পুজো করা হয়। অনেকের মতে, আগে এখানে কালীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি ছিল। বিধর্মীদের হাত থেকে মূর্তি রক্ষা করার জন্য পুরোহিতরা সেটিকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছেন। কালীকে এখানে চণ্ডী হিসেবে পুজো করা হয়। বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবার এখানে বিশেষ পুজো হয়। এখানকার পুজোর বিশেষত্ব হল রাত্রে নয়, দিনের আলোয় পুজো হয়।

ডাকাত কালী

ডাকাত কালী

পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে এরকম বেশ মন্দির রয়েছে যেগুলো ডাকাতকালীর মন্দির নামে খ্যাত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাসুদেবপুর ও সিঙ্গুরের ডাকাতকালীর মন্দির। বাসুদেবপুরের ডাকাতকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ডাকাত বিধুভূষণ ঘোষ আর তার ভাই রঘু ঘোষ। এরা দিনের বেলা দিনমজুরের কাজ করত, রাতে ডাকাতি করত। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মা কালীর পুজো করে যেত। এখানে একসময় নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। একবার সাধক রামপ্রসাদ এই পথে গেলে রঘু ডাকাতের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে যায় মায়ের কাছে বলি দেওয়ার জন্য। বলির আগে রঘু ডাকাতের অনুমতি নিয়ে সাধক রামপ্রসাদ মায়ের গান গায়। রঘু ডাকাত তখন অবাক হয়ে দেখে হাড়িকাঠে স্বয়ং মা! রামপ্রসাদকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ছেড়ে দেয় সে।

সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুরে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন ডাকাত কালীর মন্দির। কথিত আছে, মা সারদা একবার এই পথ দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার সময় এখানে গগন ডাকাতের খপ্পরে পড়েন। তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। গগন ডাকাত মা সারদার মধ্যে দেবী কালীর রূপ দেখতে পান। ভয় পেয়ে তিনি তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ছেড়ে দেন। এখানকার কালীর প্রধান প্রসাদ চালকলাই ভাজা ও মদ।

হাজারহাত কালী

হাওড়ার শিবপুরে রয়েছে হাজারহাত কালীর মন্দির। তান্ত্রিক আশুতোষ তর্করত্ন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্নে হাজারহাত কালীর দর্শন পেয়েছিলেন তিনি। কুমারটুলির প্রিয়নাথ পাল এই মন্দিরের বিগ্রহ বানান। এখানকার দেবী নীল বর্ণের। তাঁর ডান পা সিংহের ওপর। প্রতিদিন মায়ের পুজোয় ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগে থাকে ভাত, মাছ, ফল ও মিষ্টি। এই কালী খুব জাগ্রত। মানুষের বিশ্বাস তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি সেই ইচ্ছা পূরণ করেন।

বাংলার সংস্কৃতিতে মা কালী কেবল দেবী নন; তিনি মানুষের জীবন-চেতনার অনন্ত শক্তি। শ্মশানের নির্জন অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল গৃহস্থ বাড়ি— সর্বত্র বিরাজ করেন তিনি। কোথাও তিনি ভয়ংকরী, কোথাও-বা স্নেহময়ী জননী। মা কালীর এই বহুরূপী সত্তা আমাদের শেখায়, ভয় ও ভক্তি এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতা। সময়ের স্রোতে বদলে গেছে অনেক কিছু কিন্তু মায়ের প্রতি মানুষের ভক্তি ও ভালবাসা আজও চির অম্লান। এভাবেই তিনি থাকবেন মানুষের জীবনে কেননা মা কালী হলেন সেই চিরন্তনী শক্তি যা আমাদের অন্ধকারে আলো দেখায়, বিপদে রক্ষা করে আর জীবনের এগিয়ে চলার পথে বিশ্বাসের আশা জাগিয়ে রাখেন।

ফানুসের হারানো সুর ক্র্যাকারের গন্ধে

(১৮ পাতার পর)
শিশুদের ঘুম বিঘ্নিত হয়, বয়স্কদের হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং এমনকী প্রাণীর আচরণেও পরিবর্তন আসে। পাখি, বিড়াল, কুকুর— সবাই আতঙ্কিত হয়। এছাড়া বায়ুদূষণও বাড়ে। রকেট ও ক্র্যাকারের ধোঁয়ায় মিশে থাকা কার্বনকণা, রাসায়নিক উপাদান ও সীসামুক্ত বাতাসে মিশে মারাত্মক পর্যায়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। বলা ভাল, অত্যাধুনিক আতশবাজি বা শব্দবাজি মানবসভ্যতা ও পরিবেশ উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক। শব্দদূষণ আর মানসিক চাপের মধ্যে সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ছোট গ্রামে বা শহরের সংলগ্ন এলাকায়, যেখানে ঘনবসতি রয়েছে, সেকালের নিস্তরঙ্গ আনন্দের পরিবর্তে একালের অতিভারী শব্দ এখন মানসিক অসুবিধার কারণ। ফলত বাড়ছে সামাজিক ও মানবিক সংকট!

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

বিজ্ঞান বলছে, কোনও বস্তু বা প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তার প্রভাবকে বিবেচনা করা আবশ্যক। মানুষের কানে নিরাপদ শব্দের মাত্রা সীমিত। ক্র্যাকারের উচ্চশব্দ এই সীমার অনেক উপরে। ধোঁয়া ও রাসায়নিকের মুক্তি পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই একালের আতশবাজির উন্নতির ফলে যে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, সেটা বিবেচনা না করলে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূর্ণতা পায় না।

সংস্কৃতি বনাম প্রযুক্তি

উৎসবের মূল ভাবনা ছিল আনন্দ ভাগাভাগি করা, একে অপরের সঙ্গে মিলন ঘটানো। কিন্তু আজ তা প্রযুক্তির কবলে বিকলাঙ্গ হতে বসেছে। আমরা ভুলে গিয়েছি, আনন্দের জন্য শব্দ বা ধোঁয়া অপরিহার্য নয়। আলোর সৌন্দর্য, হাসি, গল্প— এই সবই আনন্দের উৎস হতে পারে। সেকালের আতশবাজি আমাদের শেখায়, কীভাবে সীমিত সম্পদে নিরাপদ আনন্দ উদযাপন করা যায়। একালের আতশবাজি আমাদের দেখায়, প্রযুক্তি কীভাবে আনন্দের মাত্রা বাড়াতে পারে, কিন্তু তার প্রভাবও কত বড়। এই দ্বৈত বাস্তবতা আমাদেরকে সচেতন করে। একাল ও সেকালের বিস্তর প্রাযুক্তিক বিপ্লবের হাত ধরে সাংস্কৃতিক বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাধানসূত্রের খোঁজে

সমাধান সহজ নয়, তবে সম্ভব। পরিবেশবান্ধব ক্র্যাকার, নীরব ফানুস, এবং আলোভিত্তিক উৎসব— এসব বিকল্প মানুষের আনন্দকে সীমাবদ্ধ না-করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। শিশুদের জন্য ছোট ছোট পটকা, এলইডি লাইটের ফানুস, পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ— এই সবই একালের আতশবাজিকে নীরব, নিরাপদ ও সুন্দর করে তুলতে পারে। আমাদের উৎসবের আনন্দ শব্দে নয়, আলোতে, হাসি-মুখে, আর পারস্পরিক মিলনে। সেকালের নিস্তরঙ্গ আনন্দের মতো, আমরা চাই শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব উৎসব।

প্রযুক্তি আমাদের হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু আনন্দের মূল উৎস আমাদের মানসিক ও সামাজিক সংহতি। ঠিক এখানেই আবির্ভাব ঘটেছে গ্রিন ক্র্যাকার বা সবুজ আতশবাজির, সরকারের পক্ষে উৎসবের মরশুমে জারি করা হয়েছে কড়া নির্দেশিকা। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সকলের উচিত গ্রিন ক্র্যাকার ব্যবহার করা। গ্রিন ক্র্যাকার হল পরিবেশবান্ধব আতশবাজি যা ঐতিহ্যবাহী বাজির তুলনায় কম ক্ষতিকর। এতে পটাশিয়াম নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম ও সালফারের পরিবর্তে নাইট্রোজেনভিত্তিক যৌগ, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প সৃষ্টিকারী রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এর ফলে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের নিঃসরণ ৩০-৪০% পর্যন্ত কমে যায়। আলোর রঙ ও তেজ বজায় রেখেও বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

উৎসবে মনের আলো

আতশবাজি কেবল শব্দের খেলা নয়। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আনন্দের প্রকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক। একালের অতিভারী, উচ্চ শব্দপূর্ণ আতশবাজি আমাদের এই মূল ভাবনাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হল— প্রযুক্তি ব্যবহার করে আনন্দ উদযাপন করা, কিন্তু সীমা ও প্রভাব বিবেচনা করা। নিস্তরঙ্গ, শান্তিপূর্ণ আর পরিবেশবান্ধব উৎসব ফিরিয়ে আনাই হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্তব্য। আনন্দের উৎসব শব্দে নয়, আলোয়— উচ্ছ্বাসে নয়, সহানুভূতিতে। পটকা হয়তো ছোট, কিন্তু মানুষের হৃদয় বড়। সেকালের আতশবাজির সেই নিস্তরঙ্গ আনন্দ আজকের দিনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব, যদি আমরা সচেতন হই এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে সঠিক সীমায় রাখি। কবি হয়তো ঠিকই বলেছেন, দীপাবলির মহোৎসব হোক আনন্দময়..., আলোয় জগৎ ভরে উঠুক/ শব্দ-বাজি নয়। দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক আলোর রোশনাই..., সবার মুখে হাসি ফুটুক/ উৎসবের আঙিনায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

19 October, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

দুর্গার ঘর-সংসার

■ আইভি চট্টোপাধ্যায় ■

সকালে এ-বাড়ির কাজে এসেই বুঝতে পেরেছে দুর্গা, একটা কিছু হয়েছে। গুমোট আবহাওয়া। দাদা জলখাবার না খেয়েই বেরিয়ে গেল, বউদি বোধহয় অফিস যাবে না। মোবাইল হাতে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। সর্বক্ষণ মোবাইল নিয়ে কী করে কে জানে। একমাত্র মেয়ে কলেজের পড়া করতে বাইরে, এখানে সংসারে মিয়া-বিবি দু'জনে মিলে একা।

পাড়ার সব বাড়িতেই এমন। হয় পড়া নিয়ে, নয় চাকরি নিয়ে ছেলেমেয়েরা সব বাইরে বাইরে। বাড়ি বলতে শুধু বুড়ো-বুড়ি। এরা অবশ্য বুড়ো-বুড়ি নয়, দুজনেই চাকরি করে। মেয়েটা এই দু'বছর হল পড়তে গেছে।

বউদি মোবাইলে কথা বলছে, গলার আওয়াজে বেশ ঝাঁজ। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করছে বোধহয়।

বলব না ভেবেও ডেকেই ফেলল দুর্গা, ''অ বউদি, দাদা বাড়ি ফিরলে এসব কথা বোলো গো। ব্যাটাছেলে মানুষ, এমনিই মাথা গরম... তার ওপর রাস্তাঘাটের আজকাল যা অবস্থা... ''

''আমার মাথাটাও কম গরম নয়। মাথা গরম দেখাচ্ছে...'' রাগ হলেও ফোন বন্ধ করেছে বউদি।

একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আজ আকাশ মেঘলা, বাইরেটা নরম, সবুজ সবুজ। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, জলে ভিজে নিচের রাস্তাটাও মায়া মায়া শান্ত। তবু বোধহয় বউদির মন শান্ত হল না। বাইরের ঘরের সোফায় বসল, আবার ঘরে গিয়ে ফোন হাতে খাটে শুয়ে পড়ল। খুব অস্থির।

''না রে, আজ আসছি না'', অফিসে ফোন করছে বোধহয়, ''আর বলিস না। আমার তো শান্তিতে থাকার উপায় নেই। পিতৃভক্ত ছেলে, বউয়ের কথা, সংসারের কথা ভাবে না।''

কেন যে ঘরের কথা বলে এমন! যতই একসঙ্গে কাজ করো, কেউ বন্ধু নয়। বিয়ের পর বাপের ঘরে গিয়েও সব কথা বলতে নেই। আর এ তো বন্ধু। তোমার সোয়ামিকে নিয়ে কথা অন্যের কাছে বলবে কেন? বস্তির ঘরে এমন হয়। তোমরা লেখাপড়া জানা মানুষ, কত বড় বড় চাকরি করছ, এটুকু বোঝো না!

''শ্বশুরমশাইয়ের চোখের অপারেশন। নিজের এত টাকাপয়সা, ওঁর টাকাই খায় কে? অথচ অপারেশনের খরচ ছেলে দেবেই। রীতিমতো ঝগড়া করল আমার সঙ্গে।''

ফোনে ফোনে ভেতরের ঝাঁজ বেরিয়েছে খানিক। সোফায় এসে বসল বউদি, ''হাত খালি হলে একটু চা করিস তো দুর্গা। মাথাটা ধরে আছে।''

''মাথার আর দোষ কী বউদি? এত রাগ করো, কী লাভ হয়? শুধু শুধু নিজের শান্তি নষ্ট।''

''যা বলেছিস। এত দায়িত্বজ্ঞান নিজের বাড়ির জন্যে...বিয়ে হয়ে থেকে একদিনের জন্যে শান্তি পেলাম না। একলা ছেলে তো নও, ভাই আছে, বড়লোক দিদিরা আছে...''

''দাদা মানুষটা ভাল যে। সবাই আছে, তবু নিজে উপস্থিত না হয়ে পারে না। ঘটের ওপর আম্রপল্লব যেমন। ওটুকু হলে তবে মনের আরাম। কম দিন তো দেখছি না দাদাকে।''

''থাম তো। ঘটের ওপর আম্রপল্লব! আম্রপল্লব না ছাই। সর্বঘটে কাঁটালি কলা। কেউ পাত্তা দেয় না, নিজে নিজে মোড়লি করে। আমার সংসারে যত অশান্তি। দুই মেয়ে অমন বড়ঘরে বিয়ে দিয়েছে, বাবার অসুখে তারা খরচ দিতে পারে না? আর ভাই? বিদেশে থাকে বলে অত ফুটুনি, সে ঝেড়ে কেশেছে একবারও?''

''দাদার মনটা যে নরম। দায়িত্বজ্ঞান খুব। সবার মন তো একরকম হয় না।''

''মন নিয়ে থাকলেই চলে না। হিসেব করতে হয়। কত মাইনে পাই? কত টাকা কেটে নেয়, জানিস?''

''টাকা কেটে নেয়? কেন বউদি? তোমার অনেক লোন আছে বুঝি?''

তা ঠিক। এই ফ্ল্যাটবাড়ি, ফ্ল্যাটে এত জিনিস, নতুন আলমারি এল ক'দিন আগে...এরা আলমারি বলে না... ওয়ার্ডো না কি একটা বলে...নতুন চিমনি লাগল রান্নাঘরে, ক'মাস আগে নতুন গাড়ি এসেছে... লোন নিয়ে নিয়েই তো করে।

''না রে, লোনের ইনস্টলমেন্ট সব তোর দাদা দেয়। দেবে না কেন? সংসার করেছে, দিতেই হবে। আমার টাকা কোথায়? পিএফ এতগুলো টাকা কেটে নেয়, তারপর ট্যাক্স। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম,দু'টো আর-ডি, ক্রেডিট কার্ডের বিল, মোবাইলের বিল...রোজ অফিস যাতায়াত...কত থাকে হাতে?''

বলতে বলতে উত্তেজিত বউদি। ইংরিজি কী সব বলল...মোবাইল ছাড়া কিচ্ছু বোঝেনি দুর্গা...এটুকু বুঝল যে এত রোজগার, গোছানো, পরিপাটি সাজানো ঘরদোর...সাজগোজ, চাকচিক্য...কিন্তু বউদির হাতে টাকাপয়সা থাকে না।

এত কাণ্ড করে তাহলে চাকরি করতে যাওয়ার দরকার কী? নিত্যিনতুন শাড়ি, বাইরে বেরোতে না হলে এত কাপড় কেনার খরচও থাকবে না। মোবাইলেই বা এত খুটুর খুটুর করে খরচ বাড়াবার দরকার কী?

মুখে কিছু বলল না অবশ্য। এতক্ষণে বুঝেছে দুর্গা, আসলে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে বউদি।

একটু দম নিয়ে শুরু করেছে আবার। ঝাঁজ নেই তেমন আর, দুঃখী দুঃখী গলা, ''গত সপ্তাহে তোমার কলিগ মুখার্জিদার ছেলের বিয়েতে সতেরোশো টাকার শাড়ি দিলাম। তোমার ভাগ্নের পৈতেয় সোনার আংটি। তোমার মুখখানাই তো উঁচু হল, নাকি?''

এবার বোধহয় আপনমনে দাদার সঙ্গে কথা বলছে। ''মেয়েটার খরচ লাগে না? সেখানে থাকার খরচ দিয়েই তুমি হাত গুটিয়ে নাও, তার শখ-আহ্লাদ মেটানোর খরচ নেই? বন্ধুদের জন্মদিনের গিফট, বাইরে খেতে যাওয়া, ওদের জেনারেশন কি আমাদের মতো? তোমার বাবা-ভাই-বোনই সব? আমার মেয়েটা জলে ভেসে এসেছে? আর আমি নিজে? চাকরি না করলে তুমি একটা হাতখরচ তো দিতে। নাকি? চাকরি করি বলে নিজের সব খরচ আমার?''

এই রে, এবার যে কান্নাকাটি শুরু করল। শান্ত না হলে ছুটির কথাটা বলে কী করে? বউদির মনটা একটু নরম করতে হবে।

ঘর মুছতে মুছতে মুখ তুলল দুর্গা, ''সবই বুঝছি বউদি। তোমারও তো মা-ভাই আছে। সেখানেও তো দিতে-থুতে খরচ হয় কিছু। দাদা নিশ্চয়ই সবটা..''

থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ''দেখলি? তুই কেমন বুঝলি? এ লোকটা যদি বুঝত! আমি যদি আমার বাপের বাড়ি টেনে আনি? তবে, সত্যি কথা বলতে, ওদিকে আমার খরচা নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। মাকে বলেই দিয়েছি, পরগোত্তর করে দিয়েছ, আর আমাকে কিছু বোলো না। ভাইয়ের সংসারে মানিয়ে গুছিয়ে থাকো, বউটাকে জ্বালিও না। হ্যাঁ, আমার আপন-পর নেই। পরের বাড়ির মেয়ে বলেই তাকে সব ঝামেলা নিতে হবে,তা যেন না হয়।''

কাজ শেষ করে দরজায় এসে দাঁড়াল দুর্গা।

বিছানায় উপুড় হয়ে মোবাইলে কী করছে বউদি। ছবি দেখছে, ছবি তুলছে। বিছানার পাশে জলখাবার পড়েছিল, দাদা না খেয়ে বেরিয়ে গেছে, সেটার ছবি তুলল। মোবাইলে সেই ছবিটা নিয়ে তুলে দিচ্ছে বোধহয়। এই ফেকবুক না কি বলে, সেখানে ছবিটা লাগাবে।

''কিছু বলবি? বিকেলে তাড়াতাড়ি আসিস, আজ তো বাড়িতেই আছি।''

''ওই কথাই বলছিলাম বউদি। আজ বিকেলে একবার সোনারপুর যাব। ফিরতে রাত হবে। কাল সকাল সকাল চলে আসব।''

''কেন? তোর শাশুড়ি আবার ডেকেছে নাকি? মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন রোজগার করছিস বলে বারবার ডাক দিচ্ছে? নাকি তোর বর বেশি মা-মা করছে? নিজে তো রোজ ওসব খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে দেয়...''

''না গো। আমার বর যদি একটু মা-মা করত, তাইলে ও এত খারাপ হতে পারত না। রোজ ওসব খেয়ে টাকা নষ্ট, শরীর নষ্ট...সে বোঝে? কতবার লক্ষ্মী-সরস্বতীর মাথায় হাত রেখে পোতিগ্গে করেছে...এমনিতে মেয়েদের খুব ভালবাসে..কিন্তু নেশার এমন জোর...''

''বাদ দে। আমি মরছি নিজের জ্বালায়...এসব শোনার মন নেই আমার। কাল সকালে কামাই করবি না। আয় এখন, দরজা টেনে দিয়ে যাস।''

প্রায় বেরিয়ে এসেছে, আবার ডাক দিল বউদি, ''তোর ননদের কথাটা মনে আছে তো? আমার বন্ধুর বাড়ি বাচ্চা সামলাবার কাজের কথা? বাড়িতে বসে আছে, মাসে অতগুলো টাকা রোজগার হবে, একটা সুন্দর বাড়িতে থাকতে পারবে...বুঝিয়ে শুনিয়ে আনতে পারিস তো, এবারই নিয়ে আসিস। শিপ্রাকে আমি প্রায় কথা দিয়েই ফেলেছি। তোর ভরসায়, তুই বলেছিলি। তোর মেয়ে দুটো তো কাজ করল না।''

''না বউদি, লক্ষ্মী আমাদের সংসারটা সামলায়। একাহাতে সব কাজ করে। আর আমার সরস্বতী ইস্কুলে পড়ছে না? বছর বছর ভাল পাশ দিচ্ছে। ওদের কাজে দেব না। আর হ্যাঁ, মিনুও আর কাজ করবে না। ওই কথা বলতেই যাচ্ছি আজ। আমাদের পাশের ঘরের তপন, চেনো তো ওকে? এ-বাড়িতেও ইলেকট্রিকের কাজ করতে এসেছে কতবার। তপন নিজের দোকান দিয়েছে গতমাসে। ওর সঙ্গে মিনুর বিয়ে ঠিক করেছি। পুজো কাটলেই বিয়ে। তপনের মা-বাবার মিনুকে পছন্দ। তাই শাশুড়িমাকে আর মিনুকে আনতে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষটা একা একা থাকে, দ্যাওর-জা তো ফিরেও দেখে না। মিনুটাও শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে এবার। শাশুড়িমা আমার কাছেই থাকবে এখন থেকে। মিনুও চোখের সামনে থাকবে...বেশ ভাল হবে।''

''তুই কি পাগল? ওই দজ্জাল শাশুড়ি। সামলাতে পারবি? নিজের চারটে ছেলেমেয়ে। তোর নিজের মা থাকে তোর কাছে। দুই বুড়িতে ঝগড়া করবে, আর তুই ভুগবি। আর তোদের সোনারপুরের ঘর ছেড়ে শাশুড়ি আসবেই বা কেন? ছোট ছেলের সঙ্গে ওই ঘর নিয়েই ঝামেলা না?''

''কী বলব বলো? আমার দ্যাওর-জা আলাদা হাঁড়ি করেছে। নিত্যি ঝগড়া বাড়িতে। তবু বাড়ি ছেড়ে আসতে চায় না। দেখি, বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসব। মিনুর বিয়ে। ঠিক চলে আসবে। এমনিতে আমার গণেশকে বড্ড ভালবাসে, ছোট নাতি বলে কথা...নাতির টানও আছে।''

''এত সব কথা মাথায় নিতে পারছি না আমি। যা ভাল বুঝিস, কর। পরে আমায় বলতে আসিস না। আর অত ঝামেলা নিয়ে কাজে কামাই করলেও শুনব না আমি।''

''না গো বউদি। কাজে কামাই করব না। এখন তো খরচ আরও বাড়ল। আমার কাত্তিক অবিশ্যি কাজ করছে আজকাল। সিকিউরিটি-গার্ডের কাজে লেগেছে। মায়ে-পোয়ে চালিয়ে নেব। কাজে গাফিলতি করব না। কাজ চলে গেলে অতগুলো পেট খাবে কী? আসলে...লোভে পড়েছি গো।''

''মানে? কিসের লোভ?'' অবাক হয়ে মোবাইল থেকে মুখ তুলেছে বউদি।

''মানে ওই বাসন্তী মাসি...মানে তপনের মায়ের একটা কথা। আমাকে বলেছে, মিনুকে যে আমরা বউ করে নিচ্ছি তা তোকে দেখে রে দুগ্গা। তোর নামখানা সাত্থক। চার ছেলেমেয়ে, লক্ষ্মী-সরস্বতী- কাত্তিক-গণেশ। মাতাল সোয়ামি, মা দুগ্গার বুড়ো শিবের মতো। বুড়ো মাকে এনে রেখেছিস, আবার অবলা ননদের জন্যেও ভাবনা। শাশুড়ি অত অত্যাচার করেছিল, সব ভুলে তাকে আশ্রয় দিচ্ছিস। বস্তির কুকুর-বিড়ালগুলোকে, কাক-শালিক-চড়াই সব্বাইকে দু'বেলা খেতে দিচ্ছিস। এত মায়া, সব্বার জন্যে এত ভাবনা... বাড়িখানা যে সত্যিই দুগ্গাবাড়ি করে ফেলেছিস। ঠিক যেন মা দুর্গার ঘর-সংসার। তাই তো মিনুকে...''

চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকাল দুর্গা, তারপর মুখ ফেরাল, ''এই লোভ বউদি। মা দুগ্গার মতো ঘর-সংসার করার লোভ। যদি সত্যিই একখান দুগ্গাবাড়ি গড়ে তুলতে পারি...''

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com